

বিষমোদতরঙ্গিণী ।

অধীঃ

বহু দর্শনাদিমত সম্বলিতা সম্ভবানন্দ বিদ্যালয়নী ।

মহাবাণেশ্বরের বিক্রমসেনের রাজসভায় লক্ষ্য সম্ভার্য
ধর্ম বিসংক বিচার ।

806 *

প্রাচীন-পণ্ডিত চিত্তোব ভট্টাচার্য

ত্রিবেণীশঙ্কর শ্রাব্যত্ব কর্তৃক অনুবাদিত ।

বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশক

ত্রিউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা ।

১ম প্রণয়ন বঙ্গাব্দ ১২৯০, ২য় কলিকাতা ১৯১৩

প্রথম প্রকাশ ১৯১৩

১৩০০ সাল ।

মূল্য ১০ আনা

বিদ্যমোদতরঙ্গিণী ।

অর্থাৎ

বড় দর্শনা দিমত সম্বলিত। সজ্জনানন্দ বিধায়িনী ।



মহাভারত-বিজয়-বিক্রমসেনের রাজনভা সর্ব সম্প্রদায় পণ্ডিতগণের
দয়-বিষয়ক বিচার ।



প্রচীন-পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য সম্বলিত

ও

শ্রীবেণীমাধব জায়রত্ন কর্তৃক অনুবাদিত ।



বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত



কলিকাতা ।

৩ নং হরিমোহন বস্তুর লেন, নূতন কলিকাতা যত্রে,

ঐপরমস্থ স্বাহা দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩০০ সাল ।

বিদ্যমোদ তরঙ্গিনী

বৈষ্ণব আগতঃ ।

অথ সৰ্ব্ব সমাহৃতাঃ পুরুহুতপুরোহিতা ইব বিবাহসঃ
ক্রমশঃ প্রবিশস্তি স্ম । তত্র প্রথমতঃ প্রবিশন্তুং বৈষ্ণব-
মালোক্য কোহপ্যেকঃ সকলজ্ঞানাভিজ্ঞো বিদিতপরম-
তত্ত্বো নিজগাদ প্রভুং প্রতি ।

আনাসমূৰ্দ্ধতিলকী বহুশঙ্খচক্র-
পদ্মাক্ষিতোজ্জ্বলবপুর্ষ তপাতবাসাঃ ।
কণ্ঠে ললামতুলসীভ্রজমাদধানঃ
শ্রীমানয়ং হরিকথাং কথয়ন্নুপৈতি ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

ঈষদ্বীলিতলোচনো দৃঢ়তরপ্রাবন্ধযোগাসনো
যদ্ ব্রহ্মাদিশুরেন্দ্রবন্দিতপদঃ শঙ্কুঃ স্বয়ংধ্যায়তি ।
বৈকুণ্ঠৈকনিকেতনং জগদভিৰ্য্যাপ্য হ্রিতং লীলয়া
তদ্ ব্রহ্মাখ্যবপুঃ সর্দৈব মুদিতং চেতঃ সমালম্বতাম্ ॥
ইত্যাচে ॥ ১ ॥

[পূর্বকালে বিক্রমসেন নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন ।
তিনি কোনও কার্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রতত্ত্ববিদগণকে বহুতর
শণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করেন । অনন্তর তিনি স্বীয় সুসজ্জিত শণ্ডিত-
মণ্ডলীমণ্ডিত সভামণ্ডলে অমাত্যবর্গের সহিত উপবিষ্ট আছেন, সেই

সময়ে নিমন্ত্রিত বিদ্বৎসক্রেমে ক্রমে আগমন করিতে লাগিলেন । তখন রাজসভাস্থিত কোনও এক সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত পুরন্দরতুল্য পৃথিবী-পতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥

বৈষ্ণবের আগমন ।

অনন্তর দেবরাজের পুৰোহিতের ত্রায় নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণ ক্রমে ক্রমে সভাস্থলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । প্রথমে বৈষ্ণব প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া সৰ্বজ্ঞানসম্পন্ন পরমতত্ত্ববিৎ কোনও এক পণ্ডিতপ্রবর আপন প্রভুকে বলিলেন, মহারাজ !

যিনি নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া উৰ্দ্ধভাগে তিলক ধারণ করিতেছেন, বাঁহার দেহ শঙ্খ, চক্র ও পদ্মচিহ্নে সমুজ্জল, বাঁহার পরিধানে পীতবসন, যিনি কণ্ঠতে সূচিকণ ও মনোরম তুলসীমালা ধারণ করিয়াছেন, সেই এই শ্রীমান্ শান্তমূর্ত্তি বৈষ্ণব তরিকথা অলাপ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন ।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

ব্রহ্মপ্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ বাঁহার পদ বন্দনা করেন, সেই দেবাদিদেব স্বয়ং মহাদেব দৃঢ়তরুৰূপে যোগাসন বন্ধন পূৰ্ব্বক জৈব নিম্নলিখিত-লোচনে বাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি স্বকীয় লীলাবিলাসদ্বারা অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, একমাত্র বৈকুণ্ঠ বাঁহার নিকটতন, আমরাগের বিশুদ্ধচিত্ত আনন্দসহকারে নিরন্তর সেই ব্রহ্মনামক চৈতন্যধনকলেবর ভগবান্‌বিষ্ণুকে অবলম্বন করক ॥ ১ ॥

শৈব আগতঃ ।

অখ্যায়ান্তং শৈবমালোক্যাহ সঃ ।

শ্রীমানসাবেতি জটালমৌলি-

ব্যাস্রত্নগালম্বিতমধ্যভাগঃ ।

বিভূতিসম্ভূতভাস্বদকো

রুদ্রাক্ষমালাকলিতোদ্ধদেহঃ ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যং গায়ন্তি সদা সমস্তনিগমা ধ্যায়ন্তি যং যোগিনো
যন্তাজ্জামধিগত্য দৈবতগণাঃ কুর্কন্তি সৃষ্ট্যাদিকম্ ।
সোহয়ন্ত্বামবতারিরাকৃতিরপি ত্রাতুং জগৎ সাকৃতি-
র্ধ্যায়ন্ স্বং স্বয়মেব সর্বজগতীশিক্ষাকরঃ শঙ্করঃ ॥

ইত্যুচে ॥ ২ ॥

শৈবের আগমন ।

অনন্তর তিনি শৈবকে সমাগত দেখিয়া कहিলেন—

যাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিভূতিভূষণে দীপ্তি পাইতেছে, যিনি দেহের
মধ্যভাগে ব্যাত্রচন্দ্র ও উর্দ্ধভাগে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার
মস্তক জটাঝালে মণ্ডিত, সেই এই শ্রীমান্ শৈব আগমন করিতেছেন ।

তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

অখিলবেদ যাঁহাকে জেশ্বর বলিয়া নিরন্তর গান করেন, যোগিগণ
নিয়তই যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, ব্রহ্মানি দেবগণ যাঁহার আজ্ঞায়
সৃষ্টি-আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, যিনি নিরাকার হইয়াও জগতের
পরিজ্ঞানের নিমিত্ত আকাশ ধারণ করেন, যিনি আপনারই ব্রহ্মস্বরূপ
ধ্যান করেন, সেই নিখিল জগতের শিক্ষক স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্কর
আপনাকে অখিল আপদ হইতে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

শাক্ত আগতঃ ।

অথায়ান্তঃ শাক্তমালোক্যাহ সঃ

জ্বাপুষ্পং মুক্ধি অজমুরসি মল্লীশুমেনসাং
ললাটেহপ্যারক্তং তিলকমনুলিপ্তং মলয়জং ।
দধানঃ সানন্দং নিজহৃদি পরব্রহ্মমহিবীং
সুমায়াতঃ সাক্ষাদপর ইব বাচস্পতিরয়ম্ ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যামাসাচ্চ বিধীয়তে হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ

স্বীয়ং স্বীয়মতীবদুষ্করতরং কৰ্ম্ম ক্ষণালীলয়া ।

স। দুৰ্গা ভবভীতিরীতিশমনী লোকত্রয়ত্রায়িণী

ভূয়াদঃ প্রতিপক্ষপক্ষদলনী বাঙ্গাফলোন্মাসিনী ॥

ইত্যাচে ॥ ৩ ॥

শাক্তসমাগম ।

অনন্তর তিনি শাক্তকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন—

যিনি মূৰ্দ্ধ-প্রদেশে লোহিতবর্ণ জবাগুপ্প ধারণ করিয়াছেন, বাঁহাঙ্গ উরঃস্থলে মল্লিকাগুপ্পের মালা লব্ধমান, এবং ললাট তটে রক্তচন্দ্রের তিলক, যিনি স্বকীয় হৃদয়াভ্যন্তরে আনন্দসহকারে পরব্রহ্মমহিষী দুৰ্গা-দেবীকে ধারণ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ অপর বৃহস্পতির স্তায় সেই শাক্ত আগমন করিতেছেন ॥

তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

হরি, হর ও ব্রহ্মাদিদেবতাপনণ বাঁহাঙ্গ সহায়তায় অতিশয় দুষ্করতর স্ব স্ব কৰ্ম্মসমূহ ক্ষণমাত্রেই অবলীলায় সম্পাদন করিতেছেন, যিনি ভব-ভয়রূপ রীতির প্রশমনকারিণী, ত্রৈলোক্যভারিণী এবং বাঙ্গাফলদায়িনী সেই দুৰ্গাদেবী আপনাদিগের বিপক্ষপক্ষ দলন করুন ॥ ৩ ॥

হরিহরাদ্বৈতবাদী আগতঃ ।

অথায়ান্তং হরিহরাদ্বৈতবাদিনমালোক্যাহ সঃ ।

অয়মিতস্তুলসীদলমালায়া

কলিতভস্মললামকলেবরঃ ।

হরিহরৌ শরণীকরবাণি তা-

বিতিবিভাবনভাষণতৎপরঃ ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

ব্রহ্মাবিষ্টমনাঃ সদৈবকমলাসক্তো বিষাদো বিভূঃ
কাবাসোহথ বিভূতিমান্ গিরিবরাধারোহভয়াবল্লভঃ ।
সর্পাধীশধরো বিপুজ্জবচরো লোকত্রয়ানন্দকো
ভুয়াদ্ভবো হৃদয়ংগতঃ প্রতিলবং ক্লেশোহথবা শঙ্করঃ ॥

ইত্যাচে ॥ ৪ ॥

হরিহরাঐতবাদীর আগমন ।

অনন্তর তিনি হরিহরাঐতবাদীকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন—
যাঁহার বক্ষঃস্থলে তুলসীদলের মালা লখমান, যাঁহার কলেবর ভস্ম বিলে-
পনে সমুজ্জ্বল, যিনি একান্তা হরিহরকেই আশ্রয় করি, এইরূপ ধ্যানের
ভাষণে তৎপর সেই এই হরহরাঐতবাদী আগমন করিলেন ।

তিনি প্রবেশিয়া কহিলেন—

ব্রহ্মা যাঁহাকে নিরন্তর সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি,
কমলাবল্লভ ও নিয়তই কমলাতেই আসক্ত অথবা পদ্মশ্রিয় এবং যিনি
পুতনার স্তনপ্রসিক্ত বিষ ভক্ষণ করিয়াছেন, যিনি অখিল জগতের নিয়ন্তা,
যিনি মহার্ণবজলে বাস করেন, যিনি দ্বারকাদিয় ঐশ্বর্যবান্, যিনি গোবর্দ্ধন
গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, ভুজঙ্গরাজ অনন্ত যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন,
খগরাজ গরুড় দ্বারা যিনি বিচরণ করেন, যিনি ত্রিলোকের আনন্দদাতা
সেই কৃষ্ণ—অথবা ব্রহ্মা যাঁহাকে নিরন্তর নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করেন, যিনি
হুর্গার বল্লভ, যিনি দেবগণের ধন ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত না হইয়া কুবেরকে
সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সমুদ্রমধনোপ্তিত বিষ' পান করিয়াছেন,
যিনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, যিনি শ্মশানাদি কুৎসিত স্থানে বাস করেন,
যিনি স্বীয় কলেবরে নিরন্তর ভস্ম বিলেপন করেন, কৈলাস পর্ব্বত
যাঁহার বসতি স্থান, যিনি বিষধরগণকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন, যিনি
অসাধারণ বলবীৰ্য্য শালী বুঝত বাহনে বিচরণ করেন, যিনি ত্রিলোকে,

আনন্দপ্রদ সেই শব্দর অর্থাৎ একাত্মক হরি কিম্বা হর প্রতিপদেই
আপনাদিগের হৃদয়গত হউন * ॥৪ ॥

নৈয়ায়িক আগতঃ ।

অথায়ান্তং নৈয়ায়িকমালোক্যাহ সং ।

পরিকল্পিততর্কপরম্পরয়া

বিদ্ববঃ কলয়ন্তুণতুল্যতয়া ।

অয়মেতি গিরামধিদেবতয়া

সহিতো রসনোপরিখেলিতয়া ॥

প্রবিশ্য চ সং—

যঃ সৃষ্টিস্থিতিসংস্থতীর্বিতনুতে ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিব্রিকৈ-

র্যস্থাধীনতয়া স্থিতানি সদসং কৰ্ম্মাণ্যপি প্রাণিনাম্ ।

নিত্যেচ্ছাকৃতিবুদ্ধিমানথ পরো জীবাৎ পরাত্মা স্বয়ং

সোহয়ং বো বিদধাতু পূর্ণমচিরাদ্ভেতোগতঃ যদ্ভবেৎ ॥

ইতু্যচে ॥ ৫ ॥

নৈয়ায়িকের আগমন ।

অনন্তর তিনি নৈয়ায়িককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

মনে মনে তর্ক পরম্পরাকল্পনা করিতে করিতে অজ্ঞাত বিদ্বান্ ব্যক্ত
দিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া এই পণ্ডিতপ্রবর নৈয়ায়িক আগমন
করিতেছেন । বাগ্‌দেবতা সনুস্থতী ইহার রসনাগ্রে নিয়তই নৃত্য
করিয়া থাকেন ।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

যিনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টি,

* একটি দ্ব্যর্থক শ্লোকের অনুবাদ একবারে জটিলরূপে না করিয়া
আমরা কৃষ্ণ ও শিবপক্ষে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দুইটি অর্থ অনুবাদ করিয়া-
দিলাম ।

স্থিতি ও সংহার কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, প্রাণিবিশেষের পাপপুণ্য কর্ম সকল বাঁহার অধীনে অবস্থিত থাকে, যিনি নিত্য-ইচ্ছাবান্, নিত্য-কৃতিমান্ ও নিত্যবুদ্ধিমান্ এবং যিনি জীবাত্মা হইতে উৎকৃষ্ট, সেই এই পরমাত্মা পরমেশ্বর তোমাদের মনোরথ সত্ত্বরই পরিপূর্ণ করুন ॥ ৫ ॥

মীমাংসক আগতঃ ।

অথায়ান্তং মীমাংসকমালোক্যাহ সঃ ।

বেদার্থসার্থেষু গতাক্ষকারো

দৃঢ়ব্রতো যজ্ঞগৃহীতদীক্ষঃ ।

অসৌ দদৎ কর্মবিধানশিক্ষাং

সমেতি শিষ্যেষু সুশিক্ষিতেষু ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যেনাভবচ্ছতমখোহধিপতিঃ সুরাণাং

যেনাপ্যয়ং দিনকরোহধিপতিগ্রাহণাম্ ।

ত্বং যেন ভূমিবলয়েহধিপতিনরাণাং

তস্মিন্ পুনর্ভবতু কর্মণি তে প্রয়তঃ ॥

ইত্যুচে ॥ ৬ ॥

মীমাংসকের আগমন ।

অনন্তর তিনি মীমাংসককে আসিতে দেখিয়া কহিলেন,—

বেদের অর্থসমূহের বাঁহার অজ্ঞানাক্ষকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইয়াছে, যিনি দৃঢ়রূপে ব্রত ধারণপূর্বক যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সুশিক্ষিত শিষ্যবর্গকে যজ্ঞবিধান শিক্ষা প্রদান করেন, এই সেই মীমাংসক আগমন করিতেছেন ।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

যাহা দ্বারা শতাব্দ্যমেধকারী পুরন্দর সুরগণের অধিপতি, যাহা দ্বারা দিনকর গ্রহগণের অধীশ্বর এবং যাহা দ্বারা আপনি এই মৈদিনী-

মণ্ডল মানবগণের অধিপতি হইয়াছেন, যেই বেদোক্ত কর্মের প্রতি
আপনার যত্ন হউক ॥ ৬ ॥

বেদান্তী আগতঃ ॥

অথায়ান্তং বেদান্তিনমালোক্যাহ সঃ ।

পোতাধিক্রুড়ো ভুবনানুরাশো

সমস্তভোগৈকনিরন্তচেতাঃ ।

অম্মান্ পরিত্রাতুময়ং পুরস্তাৎ

কাষায়বাসাঃ সমুপৈতি দণ্ডী ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

যস্মিংস্তৈলোক্যমেতন্মহসি দিনপতেবারিবন্ডাসমানং ।

তৃষ্ণাহৃষ্ণায়মিথং ব্যবহরতি যদজ্ঞানতঃ সর্ব এব ।

বিজ্ঞানানন্দরূপং বিমলমবিদিতং সর্বগাম্যদ্বিতীয়ং

নিত্যং চাপেত্য মায়াং কলয়তু সহসা তদ্বান্ স্বরূপং ॥

ইত্যাচে ॥ ৭ ॥

বেদান্তীর আগমন ।

অনন্তর তিনি বেদান্তীকে আগত দেখিয়া কহিলেন—

যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগ্যবিষয়ে নিরন্তচিত্ত, যিনি সংসারসাগর
পার হইবার নিমিত্ত বৈরাগ্যা-নির্ম্মিত, ব্রহ্মপোতে অধিক্রুড় হইয়াছেন ।
সেই কষায়বাসা, দণ্ডধারী এই বৈদান্তিক আমাদেরকে পরিত্রাণ
করিবার নিমিত্ত পুরোভাগে আগমন করিতেছেন ॥

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

যাহার সত্তাহেতু এই অখিল ত্রৈলোক্যামণ্ডল স্থব্য কিরণে জল
ভ্রমের স্থায় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । যাহার মায়া জনিত
অজ্ঞানবশে সমস্ত জীবগণ “ভুমি আমি” এইরূপ ব্যবহার করিতেছে,
সেই চৈদানন্দস্বরূপ, সুনির্ম্মল, সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, নিত্য, অবৈদ্য,

আত্মস্বরূপ, পরদক্কে আপনি মায়া অতিক্রম পূর্বক বিচার না
করিয়াই সত্ত্ব অবলম্বন করুন ॥ ৭ ॥

সাংখ্যপাতঞ্জলবেত্তারাবাগতো ।

অথায়ান্তো সাংখ্যপাতঞ্জলবেত্তারো বীক্ষ্যাহ সং ।

ইমাবুভৌ পূর্বশরীরমাংসলা-

বধঃশরীরেহধিকশুদ্ধতাং গতৌ ।

সমানভাবৌ সিতনির্মলেক্ষণৌ

সমাগতৌ ধামনিধী সুষোগিনৌ ॥

প্রতিশ্য চ তো—

পদ্মপত্রান্বুনিলেপপুরুষস্থানুকারিণী ।

প্রকৃতিস্তে মহত্তত্ত্বং সম্বর্দ্ধয়তু সর্বদা ॥

ইত্যাচতুঃ ॥ ৮ ॥

সাংখ্যাবেত্তা ও পাতঞ্জলবেত্তা এই উভয়ের আগমন—

অনন্তর তিনি সাংখ্যতত্ত্ব ও পাতঞ্জলবেত্তা এই উভয়কে আসিতে
দেখিয়া কহিলেন ।

এই সমাগত দুই জনের দেহের উর্দ্ধভাগ স্থূল এবং অধোভাগ
অধিক শুষ্ক ও ক্ষীণ, ইহাদের নেত্রযুগল শুভ্র ও নির্মল, ইহারা সর্বত্র
সমদর্শী, তেজের আধার ও পরমযোগী ॥

তাঁহারা উভয়ে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

পদ্মপত্রস্থিত বারিয়ার ত্রায় নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত পুরুষের
অনুকারিণী প্রকৃতি আপনার সর্বদাই মহত্তত্ত্ব সম্বর্দ্ধিত করুন ॥ ৮ ॥

পৌরাণিক আগতঃ ।

অথায়ান্তং পৌরাণিকং বীক্ষ্যাহ সং ।

প্রবাচকোহয়ং প্রথরঃ প্রবক্তা

জিহ্বাএসংসর্পিকথাপ্রবাহঃ ।

প্রশান্তচেতা ধ্বতশুদ্ধবাসাঃ

সমাগতঃ সন্ততধর্মকর্ম্মা ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

বেদা যেন সমুদ্ভূতা বসুমতী পৃষ্ঠে ধ্বতাপ্যুদ্ভূতা
দৈত্যেশো নখরৈহ তঃ ফণিপতেলৌকং বলিঃ প্রাপিতঃ ।
ক্ষমাহক্ষত্রা জগতী দশাস্ত্রহিতা মাতা ক্রুতা রোহিণী
হিংসাদোষবতী ধরাপ্যযবনা পায়্যাং স নারায়ণঃ ॥
ইতু্যচে ॥ ৯ ॥

পৌরাণিকের আগমন ।

অনন্তর তিনি পৌরাণিকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

এই সমাগত পৌরাণিক প্রকৃষ্টবাদী, এবং তীব্রতর বক্তৃতাকরণে সমর্থ, এমন কি ইহার জিহ্বাগ্রে কথাপ্রবাহ অবিরল ধারায় বহির্গত হইয়া থাকে, ইনি প্রশান্তচিত্ত ও বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া থাকেন, ইহার ধর্মকর্ম্ম বাহ্যরূপে বিস্তৃত ।

তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

যিনি মৎস্যরূপে বেদের উদ্ধার এবং কূর্ম্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ ও বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যিনি নারসিংহ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে সংহার ও যিনি বামন রূপে বলিরাজকে নাগলোকে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি জামদগ্ন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে নিক্ষেপিয়া করিয়াছেন, যিনি বলদেবমূর্তি ধারণ পূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যিনি বৃদ্ধমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে হিংসাদোষাবিত বলিয়া অহিংসা-পরম ধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যিনি কন্ধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমাগরা ধরা যবনশূন্ত করিবেন, মহারাজ ! সেই দেবদেব নারায়ণ আপনাকে রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

জ্যোতির্বিদাগতঃ ।

অথায়ান্তং জ্যোতির্বিদমালোক্যাহ সঃ ।

জ্যোতির্বিদেষ বিদিতাখিলকালতঃ ।

সত্ত্বানুকম্পনকৃতে কৃতদূরদৃষ্টিঃ ।

জানন্নেকবিধভূতভবিষ্যাদাদি

সর্বজ্ঞকম্পপারিকম্পিতধীরুপৈতি ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

“ সূরঃ শূরপদং রুচিং হিমরুচিঃ সম্মঙ্গলং মঙ্গলো
বোধং বোধন অতনোতু ললিতা বাচশ্চ বাচস্পতিঃ ।
কাব্যঃ কাব্যকলাকলাপনিরতিং মন্দো দ্বিবস্মদতাং
দূরভেষু তমস্তমো জয়করীং কেতুশ্চ কেতুশ্রিয়ম্ ॥
ইত্যুচে ॥ ১০ ॥

জ্যোতির্বিদের আগমন ।

অনন্তর তিনি জ্যোতির্বিদকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন—

এই জ্যোতির্বিদ অখিল কালতঃ অবগত আছেন, ইনি প্রভাদি
গণনায় জীবাদির কল্পনায় দূরদর্শী এবং বহুবিধ ভূতভবিষ্যৎ ও
বর্তমান তত্ত্বজ্ঞ, ফলতঃ ইনি শুদ্ধবুদ্ধি ও সর্বজ্ঞকর ।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

রাজন্ ! সূর আপনাকে শূরত্ব, হিমাংস্ত সুরুচি, মঙ্গল ক্ষরম
মঙ্গল, বৃধ আপনাকে বোধ, বৃহস্পতি মনোহর বাক্য, কাব্য অর্থাৎ
শত্ৰু আপনাকে কাব্যকলা সমূহে অহুরাগ, মন্দ অর্থাৎ শনৈশ্চর শত্রু-
হীনতা, তমঃ অর্থাৎ রাহু ছরাচার গণের প্রতি অজ্ঞানাক্রকার এবং
কেতু আপনার জয়কারিণী কেতুশ্রী অর্থাৎ জয়পতাকালক্ষী প্রদান
করুন ॥ ১০ ॥

বৈদ্য আগতঃ ।

অথায়ান্তঃ আয়ুর্বেদবিদমালোক্যাহ সঃ ।

বৈদ্যোহনবদ্যঃ স্বগুণৈরগাঠৈঃ

সিঞ্চন্বিবেন্দুঃ সুধয়া জগন্তি ।

ক্ষুরদ্রুজামায়ুরিব প্রদীপ্তঃ

ব্যাধেরতিব্যাদিরিবায়মেতি ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

প্রজাচকোরাযিতদৃঙ্ মৃগাঙ্ক-

রূপেণ কামেশ্বরতুল্যমুর্ভৈঃ ।

স্বস্ত্যস্ত তে সর্বরসায় নিত্য-

মর্থ্যেকচিত্তামণয়ে নৃপায় ॥ ২০ ॥

ইতু্যচে ॥ ১১ ॥

বৈদ্যের সমাগম ।

অনন্তর তিনি বৈদ্যকে আগত দেখিয়া কহিলেন—

“ এই দোষস্পর্শপরিশূভ বৈদ্য হিমাংশুর সুধা বর্ষণের ভায় স্বীয় অগ্নাথ গুণ রূপ অমৃতধারা দ্বারা বেন জগৎকে আগ্রাবিত করিয়া থাকেন ইনি রোগিজনের প্রদীপ্ত আয়ুঃস্বরূপ এবং ব্যাধির অতিব্যাদিস্বরূপ, ইনি এক্ষণে সভাস্থলে প্রবেশ করিতেছেন ।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—

আপনি চক্রতুল্য নীতলকারী রাজা, সেই হেতু প্রজাগণের নয়ন-চকোর ভবদীয় সুধাধারা পানে নিরতই ব্যগ্র, ফলতঃ আপনি সুধাকর তুল্য প্রজাপ্রিয় এবং কামেশ্বরের ভায় কামন্যপ্রদ প্রভু, পক্ষান্তরে বৈদ্যকোক্ত মৃগাঙ্ক ও কামেশ্বর নামক ঐবধ এবং সমস্তরস ঘটিত অর্থাৎ পায়দ ঘটিত ঐবধ যেমন রোগীর হিতকর মহারাজও সেইরূপ

প্রজাগণের হিতকর, আপনি নিম্নতই যাচকগণের চিন্তামূৰ্ত্তি এবং সমস্ত
শাস্ত্রের রসজ্ঞ, অতএব আপনার মঙ্গল হউক ॥ ১১ ॥

বৈয়াকরণ আগতঃ ।

অথায়ান্তঃ বৈয়াকরণমালোক্যাহ সঃ ।

আলাপকলাপকদুর্গসিংহো

যঃ কাশিকায়ামপি কাশিকেশঃ ।

শেষাবতারশ্রুতপূৰ্ব্বকীর্ত্তিঃ

স এষ বৈয়াকরণোহভ্যুপৈতি ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

আখ্যাতকীর্ত্তিচয়তদ্ধিতসৰ্বলোক

সৎকৰ্ম্মকারকসমাসনসন্নিবিষ্ট ।

সৎসন্ধিক্রদুভব পরোদ্ধতদুর্গসিংহ

বিক্রান্তিমেহি বহুপাণিনিবিষ্টভাবম্ ॥

ইত্যাচে ॥ ১২ ॥

বৈয়াকরণের আগমন ।

অনন্তর তিনি বৈয়াকরণকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

ধাঁহার ব্যাকরণজ্ঞান কলাপের বুদ্ধিকার দুর্গসিংহের জ্ঞায়, যিনি
পাণিনির কাশিকাবৃত্তিতে (পাণিনি, ব্যাকরণের, বামনজয়াদিত্যকৃত
ব্যাখ্যা বিশেষের নাম কাশিকা) মহেশ্বরের জ্ঞায় ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট, যিনি
কণিভাষ্যপ্রণেতা শেষাবতার নাগরাজকৃত কণিভাষ্য পাঠ করিয়াছেন,
সেই এই ব্যাকরণবেত্তা আগমন করিতেছেন ।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

হে রাজন্ ! আপনার কীর্ত্তিচয় লোকমধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, পক্ষা-
ন্তরে আপনি ব্যাকরণের আখ্যাত অংশ অধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি
সৰ্বলোকের সুপ্রসিদ্ধ হিতকারক, পক্ষান্তরে আপনি ব্যাকরণের তদ্ধি-

তাংশ পাঠ করিয়াছেন। হে সৎকৰ্ম্মকারক আপনি সুদূর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, পক্ষান্তরে আপনি কৰ্ম্মকারকাদি ব্যাকরণের কারকাংশ এবং সমসাংশে সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন। আপনি রাজগণের সহিত কল্যাণকর সন্ধিবন্ধন করুন, পক্ষান্তরে আপনি উত্তমরূপে ব্যাকরণের সন্ধি করুন। আপনি শত্রুগণের হৃদর্ষ ও দমনকারী, আপনার রাজ্যধুরন্ধর বাহ্যুগলে রাজ্যের সমস্ত ভার বিন্যস্ত রাখিয়া হুর্গমস্থান স্থিত সিংহের তায় বিক্রম প্রকাশ করুন, পক্ষান্তরে আপনি ব্যাকরণের সমস্তজ্ঞেয় বিষয়ধারী পাণিনি ব্যাকরণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ব্যাকরণ বিষয়ে স্পর্ধাকারী বিপক্ষ বৈয়াকরণগণের শ্রেষ্ঠ কলাপবৃত্তিকার হুর্গসিংহের তায় বিক্রম অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিলাভ করুন ॥ ১২ ॥

আলঙ্কারিক আগতঃ ।

অথায়ানুমালঙ্করিকমহাকবিমালোক্যাহ সঃ ।

বৃত্তরীতিকলনৈকদক্ষিণে।

গতুপদ্যরচনাবিচক্ষণঃ ।

এষ পশ্য পুরতো মহাকবি

নর্তক্যনিব সমেতি ভারতীম্ ॥

প্রবিশ্য চ সঃ—

শৃঙ্গারহাস্যসহিতাভুতরৌদ্রবীরাঃ

সংপ্রাপ্য কালমুচিতং ভবতো ভবন্তু ।

কিঞ্চ দ্বিবাং গিরিদরীবিনিবাসভাজাং

বীভৎসভূরিকরুণাভয়শান্তয়ঃ স্যুঃ ॥

ইত্যাচে ॥ ১৩ ॥

আলঙ্কারিকের আগমন ।

অনন্তর তিনি মহাকবি আলঙ্কারিককে আগত দেখিয়া কহিলেন
হনঃশাস্ত্রের বৃত্ত ও অলঙ্কার শাস্ত্রের গোড় পাকালী প্রভৃতি রীতির

কল্পনা বিষয়ে স্থনিপুণ এবং গদ্য পদ্য রচনার কুশল, এই মহাকবি জিহ্বাগ্রে সরস্বতীকে নাচাইয়াই যেন পুরোভাগে আগমন করিতেছেন। তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

হে রাজন ! সমুচিত সময় অনুসারে আপনার শৃঙ্গার, হান্ত, অদ্ভুত রোদ্র ও বীর রসের উদয় হউক এবং আপনার গিরিশুহাবাসী শক্-
গণের বীংভস, করুণা, ভয় ও শাস্তিরসের উদয় হউক ॥ ১৩ ॥

নাস্তিক আগতঃ ।

অথায়ান্তং নাস্তিকমালোক্যাহ সঃ ।

সম্মার্জিতকৃতিশ্চাস্তপাদো হিংসাতয়াদয়ম্ ।

নাস্তিকোহত্র সমায়াতি সমুল্লুক্ষিতমূর্দ্ধজঃ ॥

প্রবিষ্ট চ সঃ—

দেবানর্চয় সঞ্চয় প্রতিদিনং পুণ্যানি জন্মান্তরে

ভোগায় প্রযতো মহাক্রতুবিধৌ স্বর্গায় হিংসাং কুরু ॥

ইথং বঞ্চকবঞ্চনোৎপথগতা বুদ্ধিস্তদীয়াচিরা-

দপ্রত্যক্ষপদার্থসার্থরহিতং পন্থানমোরোহতু ॥

ইত্যুচে ॥ ১৪ ॥

নাস্তিকের আগমন ।

অনন্তর তিনি নাস্তিককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—

হিংসাতরে সম্মার্জনী দ্বারা কীটাদি জীবগণকে সরাইয়া দিয়া
অবনীতলে পদবিজ্ঞাস করিতে করিতে মুক্তমূর্দ্ধজ এই নাস্তিক এই স্থানে
আগমন করিতেছেন ।

তিনি প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

মহারাজ ! “দেবগণের অর্চনা কর, জন্মান্তরে ভোগের নিমিত্ত
প্রতিদিন পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয়কর এবং সংঘতচিত্ত হইয়া মহাবক্তের, অকুষ্ঠান
পূর্বক স্বর্গগাভের নিমিত্ত জীব-হিংসাকর” এইরূপ প্রবঞ্চকগণের বঞ্চনা-

বাক্য দ্বারা বিপথগামিনী আপনার বুদ্ধি শীঘ্রই অপ্রত্যক্ষপদার্থসমূহ
বিবহিত (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই অতএব স্বর্গজন্মান্তরাদি
বক্তাবাক্য মাত্র, সেই হেতু প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ) পহ্লাতে আরোহণ
করুক ॥ ১৪ ॥

সভ্যগণ উবাচ ।

অথ সর্বের সোপহাসং সামাজিকাঃ । আঃ পাপো-
দুরাত্মা কাসৌ কুত আগত ইতি প্রকটং
জগদুঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর তাহা শুনিয়া সমস্ত সভ্যগণ উপহাস সহকারে হাস্যমুখে
কহিলেন আঃ কে ? এই দুরাত্মা পাপ কোথা হইরে আসিল ॥ ১৫ ॥

অথ নাস্তিক উবাচ ।

অথ নাস্তিকঃ আঃ পাপোহহং ভবন্তঃ পুনঃ পুণ্য-
শীলাঃ যে নিরর্থকং স্তুতি পশুন্ ॥ ১৬ ॥

তৎপরে নাস্তিক বলিলেন আঃ আমি পাপ, কিন্তু আপনারা পশু-
গণকে নিরর্থক হনন করেন বলিয়া অতিশয় পুণ্যাশীল হইরাছেন ॥ ১৬ ॥

মীমাংসক উবাচ ।

মীমাংসকঃ সাতোপং ।

স্বর্গ্যা গতিঃ ক্রতুহতস্ম পশোশ্চ তস্ম
তৃপ্যন্তি দৈবতগণাঃ পরিবারবর্গৈঃ ।
'স্বস্ত্যাপি বাঙ্কিতফলানি ভবন্তি হুনং
পাপায় কিং ভবতি তদ্বিধিজাতহিংসা ॥ ১৭ ॥

তখন মীমাংসক স্পষ্টতার সহিত বলিলেন ;—

বেদবিহিত হিংসা দ্বারা যাগনিহত সেই পশুগণের স্বর্গ প্রাপ্তি বা
সুদৃগতি লাভ হয়, তদ্বারা পরিবারবর্গের সহিত দেবগণ পরিতুষ্ট হন, এবং

স্বয়ং বিহিতহিংসাকর্তার অভিলষিত ফললাভ হয় অতএব বিহিত-
হিংসা কি কখন পাপের নিমিত্ত হইতে পারে ? ॥ ১৭ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

স্বর্গঃ কুত্র চ কুত্র দৈবতকুলং কুত্রাথ জন্মান্তরং ॥ ১৮ ॥

নাস্তিক বলিলেন স্বর্গ কোথায় ? দেবগণই মা কোথায় ? এবং
জন্মান্তরই বা কোথায় ? ॥ ১৮ ॥

মীমাংসক উবাচ ।

অংহো বেদপুরাণমধ্যাবিলসদ্বস্তুনি কিং নিন্দসি ॥ ১৯ ॥

মীমাংসক কহিলেন অহে ! তুমি কি বেদ ও পুরাণোক্ত বিহিত
কল্যাণপ্রদ বিষয় সকলের নিন্দা করিতেছ ? ॥ ১৯ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

প্রমাণ্যং কিমু সন্তি বঞ্চকক্লতা বেদাঃ পুরাণাদয়ো

যে চাতীন্দ্রিয়সর্ববস্তুকথয়া বঞ্চন্তি সর্বং জগৎ ॥ ২০ ॥

নাস্তিক বলিলেন, বেদ ও পুরাণাদির বিস্তৃতা ও পবিত্রতা বিষয়ে
প্রমাণ কি ? দেখুন বেদ ও পুরাণাদি ইঞ্জিরের অগোচর সমস্ত বস্তুর
বর্ণনাদ্বারা অধিল জগতকেই বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ২০ ॥

মীমাংসক উবাচ ।

কথমহো বিনৈব কৰ্ম্ম সুখদুঃখাদিভোগী পুরুষঃ ॥ ২১ ॥

মীমাংসক বলিলেন, অহে নাস্তিক তবে পুরুষগণ কৰ্ম্মব্যতিরেকেই
কিরাপে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে পারে ॥ ২১ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

অহো কুত্র কৰ্ম্ম কেন দৃষ্টং কদা কেন বোপার্জিতং

জন্মান্তরে কৃতমিতি চেৎ তদেব নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ ।

সুখদুঃখাদিকং পুনঃ প্রবাহধৰ্ম্মতয়া শরীরিণামনিয়তং

বস্ততো জগদেতদসদ্বিত্তি সৰ্ব্বমিদং ভ্রম এব ॥ ২২ ॥

নাস্তিক বলিলেন, অহে ! কোথায় কৰ্ম, কখন কে দেখিয়াছে ? কেই বা উপার্জন করিয়াছে ? যদি বলেন যে কৰ্ম জন্মান্তরকৃত, তবে প্রমাণাভাব হেতু সেই জন্মান্তরই নাই । প্রবাহধর্মস্রুসারে শরীরগণের সুখ দুঃখাদি ঘটয়া থাকে, কিন্তু সমস্তই অনিত্য, বস্তুতঃ এই জগৎ অনিত্য অতএব এই সমস্ত বিশ্ব ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ২২ ॥

মীমাংসক পরাভবঃ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য চকিতে তুম্বীভূতে মীমাংসকে বেদান্তী ॥ ২৩ ॥

মীমাংসকের পরাভব ।

ইহা শুনিয়া মীমাংসক চকিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিলে বেদান্তী নাস্তিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ২৩ ॥

বেদান্ত্যবাচ ।

অহো জগদেতন্মবৈবেতি সত্যমুক্তং শ্রীমন্তিঃ

কিন্তু একং ব্রহ্মসত্যভূতমাস্তে যন্মিন্নেতন্মিথ্যাভূত

মপি সত্যতয়া প্রতিভাতি ॥ ২৪ ॥

এই জগৎ মিথ্যাই, ইহা আপনি সত্য বলিয়াছেন, কিন্তু সত্যস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থ আছেন, বাঁহার সভায় এই জগৎ মিথ্যাভূত হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয় ॥ ২৪ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

সাপ্ত সাধু কিঞ্চিন্নম্নতপ্রবিষ্টৌহসি ।

পরন্তু কীদৃক্ তদব্রহ্ম ভবতাং ॥ ২৫ ॥

নাস্তিক বলিলেন, ভাল ! ভাল ! আপনি আমার মতে কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদিগের সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ॥ ২৫ ॥

বেদান্ত্যবাচ ।

ক্রিয়াহীনমনাকারং শিগ্ধং পরমং মহঃ ।

তদব্রহ্ম পরমানন্দমবাস্ত্বানসগোচরং ॥ ২৬ ॥

বেদান্তী, কহিলেন, যিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নিঃশব্দ, পরমজ্যোতিঃ-
স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, বাক্য ও মনের অগোচর, তিনিই পরব্রহ্ম ॥ ২৬ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

জগন্মুখৈবেতি ভবন্নতক্ষেৎ

কিং কথ্যতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ ।

আকারশূন্যেন গতক্রিয়েণ ॥

কর্তব্যমেতেন কিমস্তি লোকে ॥ ২৭ ॥

নাস্তিক বলিলেন, এই জগৎ মিথ্যা । আপনার মত যদি এইরূপই
হয়, তবে নিরর্থক ব্রহ্মের কথা কেন বলিতেছেন ; আপনি বুঝিয়া দেখুন
আকারশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য, এইরূপ বস্তুদ্বারা লোকে কি কর্তব্য
সাধিত হইতে পারে ? ফলতঃ ক্রিয়াশূন্য ও আকৃতিশূন্য এইরূপ
পদার্থ হইতেই পারে না ॥ ২৭ ॥

বেদান্তিপরাভবঃ ।

ইত্যাকর্ণ্য চকিতে তুষ্ণীংভূতে বেদান্তিনি ।

সম্মিতং সর্বের নৈয়ায়িকমুখমবলোকয়ন্তি স্ম ॥ ২৮ ॥

উহা শুনিয়া চকিত হইয়া বেদান্তী মৌনাবলম্বন করিলে পর সমস্ত
সভাগণই ঈষৎশান্তসহকারে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে চাহিয়া
রহিলেন ॥ ২৮ ॥

তार्কিকঃ সাতোপং ॥

কথমহো কিং ক্রতে ভবান্ স্বমন্তমপরিব্রুর্কুর্ননৈব ।

পশ্য—

অভালয়নৈং নিজোক্তিদোষা-

নন্যোক্তিমুক্ত্যা তরলীকরোষি ।

অমৃন্দরাক্ষোহয়মিতিক্রবাণে

কাণে হি হাস্ত্যাম্পদতামুপৈতি ॥ ২৯ ॥

তখন নৈয়ায়িক সদর্পে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! আপনি নিজের মত পরিষ্কার না করিয়াই কি বলিতেছেন ? দেখুন আপনি নিজ বাক্যের দোষ না দেখিয়াই, বাগবিতণ্ডাচার্য্য অস্ত্রের বাক্যোতাচ্ছল্য প্রদর্শন করিতেছেন, যদি কাণা ব্যক্তি (কাণা) কাহাকেও বলে যে ইহার চক্ষু ভাল নয়, তবে সে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

আঃ মুক্তিধারাবর্ষণামস্মাকং পুরতঃ প্রচণ্ড-
সমীরণ ইবায়মুপস্থিতঃ ইতি চিন্তয়ন্নপ্যাহ ।
আকর্ষণ্য তাবশ্যতমস্মাকম্ ।

ন স্বর্গো নৈব জন্মান্যদপি ন নরকো নাপ্যধর্মো ন ধর্মঃ
কর্তা নৈবাস্ত কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভর্তা ন হর্তা ।
প্রত্যক্ষান্ন মানং ন সকলফলভৃগ্দ্দেহভিন্নোহস্তি কশ্চি-
ম্মিথ্যাভূতে সমস্তেহপ্যনুভবতি জনঃ সর্বমেতদ্বিমোহাৎ ॥ •

তখন নাস্তিক মনে মনে কহিতেছেন 'আঃ আমি মুক্তিধারা বর্ষণ করিতেছিলাম আমার অগ্রে প্রচণ্ড সমীরণের তায় এই ব্যক্তি উপস্থিত হইল' এইরূপ চিন্তা করিয়াও কহিলেন; তবে আমাদের মত শ্রবণ করুন ।

স্বর্গ নাই, জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্ম্য নাই, ধর্ম্য নাই, এই জগতের কোনও সৃষ্টিকর্তা নাই, পালনকর্তা নাই, সংহারকর্তা নাই, প্রত্যক্ষভিন্ন প্রমাণ নাই দেহভিন্ন পাপপুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগী কোনও আত্মাদি নাই, এই মিথ্যাভূত অধিল সংসারে জীবগণ মোহ বশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে ॥ ৩০ ॥

নাস্তিকপুনঃকথনং ।

কিঞ্চ

অহিংসা পরমো ধর্ম্যঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্ ।

অপরাধীনতা মুক্তিঃ সর্গোহভিলষিতাশনম্ ॥

স্বদারপরদারেমু যথেষ্টং বিহরেৎ সদা ॥

গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্ ॥ ৩১ ॥

নাস্তিক পুনর্বার কহিলেন, আর অহিংসাই পরম ধর্ম, আত্মপাঁড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্ত, অভিলষিত দ্রব্য ভোজনই স্বর্গ। নিজপত্নীতে ও পরদারে সততই যথেষ্ট বিহার করিবে, আপনার হিতজনক আচরণ করিয়া গুরুশিষ্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১ ॥

তাকির্কঃ সোপহাসং ।

সাম্বুরে সাম্বু যদি প্রত্যক্ষান্যন্ন মানং তর্হি

ভবাদৃশে দূরবিদেশমাগতে

চরন্তু বৈধব্যবিধানমঙ্গনাঃ ।

অদর্শনেনৈব যতঃ শরীরিণাং

বিদেশযানস্ম মৃতেশ্চ তুল্যতা ॥ ৩২ ॥

তখন তাকির্ক উপহাস সহকারে কহিলেন, সাম্বু রে সাম্বু! যদি প্রত্যক্ষভিন্ন প্রমাণ নাই তবে—

আপনি যখন দূরবর্তী বিদেশে গমন করিবেন, তখন অঙ্গনাগণ বৈধব্যবিধির অনুষ্ঠান করুক, যেহেতু শরীরধারী জীবগণের অদর্শন হেতু বিদেশগমনও মরণ সমানই হইতেছে ॥ ৩২ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

অহো মৃতস্য ন পুনর্দর্শনমিতনিশ্চয়ঃ শরীর-

দিনাশস্য স্বয়মেব সাক্ষাৎকৃতত্বাৎ বিদেশগতস্য

তু পুনর্দর্শনসম্ভাবনাপী তি ন সাম্যং ॥ ৩৩ ॥

নাস্তিক প্রত্যুত্তর করিলেন,

অহো! মৃত্যুর পুনর্দর্শন হয় না ইহা নিশ্চিতই আছে, যেহেতু শরীরাদি নাশের স্বয়ং সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। বিদেশগত ব্যক্তির

পুনর্দর্শনের সম্ভাবনা আছে, অতএব মরণ ও বিদেশ গমন কখন সম্মান হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

তार्কিক উবাচ ।

কথমুৎকটকোটিকসম্ভাবনয়া নার্তিভবতি ॥ ৩৪ ॥

তार्কিক কহিলেন—একপক্ষে পুনরাগমন ও অপরপক্ষে মরণ এই উভয় পক্ষের মধ্যে উৎকট পক্ষ মরণের সম্ভাবনা থাকায় মানসিক পীড়া না হইবে কেন ? ॥ ৩৪ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

পত্রাদিদ্বারাঃ ধিগতবার্ত্তানাং কথমার্তিঃ ॥ ৩৫ ॥

নাস্তিক বলিলেন—পত্রাদিদ্বারা সংবাদ পাইলে আর পীড়া হইবে কেন ? ॥ ৩৫ ॥

তार्কিক উবাচ ।

স্বাগতমেব তর্হি অনুমানমপি প্রমাণং -যন্তদীয়
লিপ্যাদি জীবতন্তসম্ভাবধারণেন নার্তিভবতি ।
এবং শব্দস্থাপ্যপ্রমাণ্যে আপ্তবাক্যাদৌ বিশ্বা-
সাভাবান্নিখিলপ্রতিনিরোধঃ স্যাৎ স্মারু ভবা-
দৃশাং মুকতৈব প্রেষসীতি শব্দোহপি প্রমাণ-
ত্বেন স্বীকার্য্য এব শ্রীমন্ডিঃ ॥ ৩৬ ॥

নৈয়ায়িক কহিলেন, পক্ষে আসুন, তবে অনুমানও প্রমাণ হইতেছে, যেহেতু বিদেশস্থ ব্যক্তির নিজের লিপি প্রভৃতিদ্বারা তাহার জীবিত থাকার নিশ্চয় করিয়া মানসিকাদি পীড়া হয় না ।

এইরূপ শব্দও প্রমাণ, যদি শব্দের অপ্রামাণ্য হয়, তবে আপ্তবাক্য-
মিতে (বৈদিক ও মহাজনাদি সম্বন্ধীয় বিশ্বস্ত বাক্যে।) বিশ্বাসের অভাবহেতু সমস্ত ব্যবহারাদি নিরোধ হইয়া যায়, আর ভবাদৃশ ব্যক্তি-
গণের মুকতাই প্রেরক হইয়া উঠে, অতএব এক্ষণে শব্দও প্রমাণ বলিয়া ভবাদৃশ শ্রীমান্ ব্যক্তিগণের স্বীকার্য্য হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

নাস্তিকঃ সংকোভঃ ।

ভবতু নামানুমানং শব্দোহপি প্রামাণং তথাপি
কথমীশ্বরাদিসিদ্ধিঃ ॥ ৩৭ ॥

তখন নাস্তিক কোভ সহকারে কহিলেন, অনুমান এবং শব্দও প্রমাণ
হউক, তাহাইহলেও কিরূপে ঈশ্বরাদি সিদ্ধি হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

তार्কিক উবাচ ।

কার্য্যাত্তৌরনুমীয়তে স ভগবান্ কার্য্যঞ্চ সৃষ্ট্যাদিকং
নাস্তে চেদয়মীশ্বরঃ কথমহো সৃষ্ট্যাদিকং জায়তে ॥ ৩৮ ॥

তार्কিক কহিলেন সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বরের কার্য্য, সেই কার্য্যাদি দ্বারা
সেই ভগবান্ ঈশ্বরের অনুমান হইয়া থাকে, যদি এই ঈশ্বর না থাকেন
তবে কি প্রকারে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে ? ॥ ৩৮ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

কা সৃষ্টৌ পরিদেবনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ
কুস্তাভ্যাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্তৎকুলাদিতঃ ॥ ৩৯ ॥

নাস্তিক বলিলেন, যখন মাতাপিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হই-
তেছে, আর সেই সেই কুস্তকারাদি কর্ত্তক যখন নিরন্তর ঘটাদি
উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির নিমিত্ত ভাবনা কি আছে ? ॥ ৩৯ ॥

তार्কিক উবাচ ।

সত্যং সত্যং কর্ত্তারৌ পিতরৌ স্মৃতস্ত কলসা-
দীনাং কুলাদয়ঃ কর্ত্তারৌ হি যথা তথাস্তি
কতমঃ কর্ত্তা বনে শাখিনাম্ ॥ ৪০ ॥

তार्কিক কহিলেন, সত্য বলিয়াছ, যেমন পিতামাতা পুত্রের কর্ত্তা
এবং কুস্তকারাদি যেমন কলসাদির কর্ত্তা, সেইরূপ বনস্থিত তরুসমূহের
কর্ত্তা কোন ব্যক্তি ? ৪০ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

জায়ন্তে স্বত এব তে খলু যথা স্বৈদোক্তবাঃ প্রাণিনঃ ॥৪১॥

নাস্তিক বলিলেন স্বৈদজাত প্রাণিগণের স্থায় তরুণ ও স্বভাবতঃ
আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

তार्কিক উবাচ ।

শ্রাদ্দিথং যদি তদ্বিনৈব পিতরৌ পুত্রঃ স্বতো জায়তাম্ ৪২

তार्কিক বলিলেন—যদি এইরূপই হয়, তবে মাতা পিতা ব্যতিরেকে পুত্র স্বয়ংই উৎপন্ন হউক ॥ ৪২ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

কেবাঞ্চিদেহিনাময়ং স্বভাবো যৎ স্ত্রীপুরুষ-
সংসর্গাদেবোৎপত্তিঃ যথা মানুৰপশুপক্ষিণাম্ ।
কেবাঞ্চিৎ পুনর্বিনৈব শুক্রশোণিতসম্পাতঃ
স্বৈদাদিন । যথা মশকাদীণাম্ । কেবাঞ্চিৎ পুন-
র্বীজজন্মভূমিবিশেষসংসর্গেণ যথা গুল্মতরুশস্ত্রা-
দীণাম্ । তথাহি কাননবাসিনামপি তেবাং
ঘৃদৃচ্ছয়া পততামিহ বারিষ্কতিসংসর্গাদবাত্ধৈ-
বোৎপত্তিরিতি স্বভাব এব বিলক্ষণানেককার্যোৎপ-
ত্তৌ কারণম্ ॥ ৩৩ ॥

নাস্তিক বলিলেন, কোন কোন শরীরিগণের স্বভাব এই যে তাহাদের
স্ত্রীপুরুষের সংসর্গদ্বারা উৎপন্ন হয়, যেমন মানুষ, পক্ষী ও পশুদিগের
হইয়া থাকে । আবার কোন কোন প্রাণিদিগের স্বভাব যে তাহা-
দের শুক্রশোণিতের সহযোগ ব্যতিরেকেও দেবাদি দ্বারা উৎপত্তি হয়
যেমন মশকাদির হইয়া থাকে । আর কাহারদিগের এরূপ স্বভাব যে
বীজ, জল ও ভূমিবিশেষ সংযোগে উৎপত্তি হয়, যেমন তরু, গুল্ম ও
শস্ত্রাদির হইয়া থাকে । তদনুসারে সেই কাননবাসিদিগেরও

অদৃচ্ছাক্রমে নিপত্তিত বারি ও ভূমি সংসর্গে বিনা বাধায় উৎপত্তি হয় ।
অতএব স্বভাবই ভিন্ন ভিন্ন অনেক কার্যোৎপত্তি বিষয়ে কারণ হইয়া
থাকে ॥৪৩॥

তार्কিক উবাচ ।

সত্যং স্বভাব এবায়ং পরন্তুং

স মালিকঃ কেলিমহীমহীকুহাং

প্রসেচনার্থং ঘটকো যথাস্থনঃ ।

তথাস্তি কো বত্তরুতে পয়োমুচা-

মচেতনানাং ঘটকঃ সচেতনঃ ॥

কিঞ্চ

অসৌ স্বভাবতঃ স্বস্বরূপঃ কশ্চিদপরো বা নাদ্যঃ ।
স্বসৈব স্বং প্রতিকারণত্ব প্রসঙ্গাৎ । নাপি দ্বিতীয়ঃ ভব
অতে দেহভিন্নাভাবাৎ । যদি দেহভিন্নোহপি কশ্চিদ্
বিলক্ষণসকলকার্য্যকারী স্বীক্ৰিয়তে তর্হি স এবাস্মাক-
মীশ্বরঃ । অতএব ন দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

তार्কিক কহিনেন, সত্য বটে ইহা স্বভাবই, কিন্তু যেমন ক্রীড়া-
ভূমির তরুগণের সেচনার্থ মালিকের সলিল সংঘটন করে, সেইরূপ
বনস্থিত মহীকুহগণের সেচনার্থ কোন সচেতন ব্যক্তি অচেতন মেঘ
বৃন্দার ঘটক হইয়া থাকে । যদি বল যে ঐ স্বভাব অথবা স্বস্বরূপ
কোনও অপর ব্যক্তি সংঘটক হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত স্বভাব ঘটক
বা কারণ হইতে পারে না কেননা তাহা হইলে আপনার প্রতি আপ-
নারই কারণত্ব প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু আপনিই আপনার কারণ হইতে
পারে না । আর দ্বিতীয় অর্থাৎ স্বস্বরূপ কোনও অপর বস্তুও কারণ
হইতে পারে না, যেহেতু আপনার মতেই দেহভিন্ন বস্তুর অভাব
আছে । এক্ষণে দেহভিন্ন বস্তুর স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । যদি

দেহভিন্ন বস্তুর স্বীকার ভিন্ন, কোনও ভিন্ন ভিন্ন সমস্তকার্য্যকারী স্বীকার করা যায় তবে তিনই আনুদিগের ঈশ্বর । অতএব ইহাতে আর দ্বিতীয় পক্ষ নাই ॥ ৪৪ ॥

নাস্তিক উবাচ ।

ইয়ানৈবায়োম'তভেদঃ যদ্ভবানীশ্বরমেকং নিত্যং
দেহব্যতিরিক্তং বিলক্ষণাখিলকার্য্যকারিণং ত্রবীতি ।
অহং পুনর্বিলক্ষণসকলকার্য্যকর্ত্ত্বং নিত্যান্ দেহব্যতি-
রিত্তানননস্তাঙ্গীকরোমীতি ॥ ৪৫ ॥

নাস্তিক বলিলেন এই পরিমাণে আমরাই উভয়ের মতভেদ হই-
তেছে যে আপনি দেহব্যতিরিক্ত, নিত্য একমাত্র ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন
সমস্তকার্য্যকারী বলিতেছেন, এবং আমি দেহব্যতিরিক্ত ও নিত্য
ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত কার্য্যকারী অনন্ত কারণ স্বীকার করিতেছি । ৭৫ ॥

তार्কিকঃ সহাসং ।

ধন্য ভবন্তো যদনন্তকর্ত্ত্ব-
নমন্তকার্য্যং প্রতি কৌন্তরন্তি ।
বয়ং বদামঃ খলু সর্ব্বকার্য্য-
কর্ত্ত্বারমেকং পরমেশমেব ॥
ইত্যনয়োম'তয়োঃ শ্রেয়ঃপর্য্যালোচনং
স্বলোচনৈর্ভবন্তিরেব করণীয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

নৈরাগিক হাস্য সহকারে বলিলেন, আপনারা ধন্য, যেহেতু
অনন্ত কার্য্যের প্রতি অনন্ত কর্ত্তা কীতন করিতেছেন । আমরা
বলি যে সমস্ত কার্য্যকর্ত্তা একমাত্র পরমেশ্বরই, এই উভয় মতেই কোনটি
ভাল, তাহা আপনারা নিজবুদ্ধিই রাই পর্য্যালোচনা করুন ॥ ৪৬ ॥

নাস্তিকঃ সঙ্কুচিতমুখঃ ।

ভবতু লাঘবাদেক এব কৰ্ত্তা ।

পরমস্ম নিত্যত্যাগ কিং মানস্ম ॥ ৪৭ ॥

নাস্তিক সঙ্কুচিতমুখ হইয়া কহিলেন, লাঘব ও গৌরব বিবেচনায় লাঘব হেতু একই কৰ্ত্তা হউক, কিন্তু তাহার নিত্যত্যাগ প্রমাণকি ? ॥ ৪৭ ॥

তार्কিক উবাচ ।

যদ্যসাবনিত্যঃ কস্তস্তোৎপাদকো নাশকো বা অস্তি চেৎ

কশ্চিভাদৃশোহপ্যেকস্তস্তাপ্যনিত্যত্বে অনবস্থা প্রসঙ্গঃ ।

নিত্যত্বে চ স এবাস্মাকমীশ্বরঃ ॥ ৪৮ ॥

নৈয়ায়িক কহিলেন, যদি ঈশ্বর অনিত্য তবে কে তাঁহার উৎপাদক বা নাশক আছে ; যদি ভাদৃশ কোন বস্তু থাকে তবে তাহাও অনিত্য, এইরূপে অনবস্থা প্রসঙ্গ উপাস্ত হইয় । যদি একটা ও নিত্য হয় তবে তিনিই আমাদের ঈশ্বর ॥ ৪৮ ॥

তार्কিকপুনঃকথনন্ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য তুষীভূতে নাস্তিকে পুনরাহ তार्কিকঃ

বিনা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ রচয়তি কথন্থা স ভগবান্

ইহানন্দাক্লেশৈরুপাচতমহো জীবমখিলম্ ।

জগৎস্রষ্টুঃ সৃষ্টিং কিমপি সমদৃষ্ট্যা রচয়তো

ন রাগো ন দ্বেষঃ কচিদপি জনৈ তস্ম জয়তি ॥

এবং যদি স্বৰ্গনরকাদিকং নাস্তি তদা ভবানপি কথং

চৈত্যবন্দনাদৌ প্ররভো হিংসাতো বিভেতি । নহি

বিনা ভয়াভিলাষৌ প্রযন্তিনিহন্তী ॥ ৪৯ ॥

তार्কিকের পুনঃ কথন :

তাহা শুনিয়া নাস্তিক চকিত হইয়া শৌনা বলধন করিলে নৈয়ায়িক পুনরাব কহিলেন—

সেই ভগবান্ ধর্ম ও অধর্ম ব্যতিরেকে, সুখ দুঃখ সধন্থ অধিল জীবচক্রে কিরূপে রচনা করিবেন ? সেই জগৎপ্রভৃতি কি একরূপ অনি-
র্বচনীয় সমদৃষ্টিদ্বারা সমস্ত জীবাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ফলতঃ
তাহার জীবাদি কোন পদার্থেই অনুরাগ বা ঘেব অণুমাত্রও দৃষ্ট
হয় না ।

এইরূপ যদি স্বর্গ নরকাদি না থাকে তবে আপনিও চৈত্যা (ইষ্ট-
কাদি দ্বারা বজ্রতল বৃক্ষ) বন্দনাদিতে প্রবৃত্ত থাকিয়া হিংসা হইতে ভয়
করিতেছেন কেন ? আপনি জানিবেন যে ভয় ও অভিলাষ ব্যতিরেকে
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংঘটিত হইতে পারে না ॥ ৪২ ॥

তार्কিকপুনঃকথনম্ ।

তৎফলমপি নৈহিকং অননুভূয়ত্বাৎ । তস্মাৎ পারলৌ-
কিকমেব স্বর্গনরকাদিরূপম্ । ফলজনকাবপি ধর্মাধর্মো
নেহ জন্মন্তেব কৃতৌ জন্মত এব ফলোদয়াৎ । তস্মাদন্ত্যেব
জন্মান্তরং ধর্মাধর্মো পুনঃ প্রতিপাদয়ন্তীশ্বরকৃতশ্রুতিঃ
তদনুযায়িমুনিপ্রণীতস্মৃতিপুরাণাদয় ইতি । বেদবিহিতৈ-
হিকফলককারীত্যভিচারাদিকর্মভিজ্ঞায়মানবৃষ্টিশত্রুচ্ছেদা-
দিরূপফলৈঃ পারলৌকিককর্মণঃ সাফল্যমনুস্মীয়তে ॥ ৫০ ॥

তार्কিক পুনর্ব্যার কহিতেছেন, পাপ ও পুণ্যকর্মের ফল ইহলৌকিক
নহে, যেহেতু ইহলোকে তাহার অনুভব হয় না । অতএব পাপপুণ্যের
নরকস্বর্গাদিরূপ ফল পারলৌকিক জানিবেন । ধর্ম ও অধর্ম সুখ দুঃখ
রূপ ফলজনক হইলেও তাহা করিলে ইহ জন্মেই তাহার ফলভোগ হয়
না, পরজন্ম হইতেই ফলোদয় হইয়া থাকে ; অতএব জন্মান্তর নিশ্চয়ই
আছে । ঈশ্বরকৃত বেদশাস্ত্র এবং তদনুযায়ী মুনিপ্রণীত স্মৃতি ও
পুরাণাদি শাস্ত্র, ধর্ম কি কি ও অধর্ম কি কি তাহা নিরূপণ পূর্বক প্রাতি-
পাদন করিয়া দিয়াছেন । বেদবিহিত ঐহিকফলকারী অভিচারাদি
কর্ম সমূহ দ্বারা বৃষ্টি ও শত্রুচ্ছেদ রূপ ফল জন্মে, সেই সকল দ্বারা
পারলৌকিক কর্মের সাফল্য অনুগিত হয় ॥ ৫০ ॥

তार्কিকপুনঃকথনম্ ।

এবং এতদভিহিতগ্রহণগ্রহোদয়াদি দর্শনাৎ তদ্বর্শিতাখিলবস্তুনঃ প্রমাণ্যং সিদ্ধ্যতি ॥ ৫১ ॥

তार्কিকের পুনঃ কথন ।

এইরূপে জ্যোতিষোক্ত গ্রহণ ও গ্রহোদয়াদি দর্শন হেতু তৎপ্রদর্শিত অখিল বস্তুর প্রমাণ্য সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥

নাস্তিকপরাভবঃ ।

বুদ্ধে পুনঃ শুদ্ধিবিহীনবুদ্ধৌ

বা বিন্মিতে বিন্মিতবুদ্ধশাস্ত্রে ।

সোল্লাসহাসেষু সভাহিতেষু

ভূয়ঃ স বিদ্বান্ বিজয়ী জগাদ ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধোহয়ং পরমেশ্বরঃ প্রভুতয়া সর্গস্থিতিধ্বংসক্ৰন্

নিত্যো নিত্যমতির্গতিস্তনুভূতাং কুর্য্যাজ্জগন্মঙ্গলম্ ।

জেতারো বয়মদ্য নাস্তিককুলপ্রধ্বংসনারেষিণো

জানীমঃ সহসা পরানপি পরাভূতাং শুদীয়েচ্ছমা ॥ ৫২

নাস্তিকের পরাভব ।

এইরূপে সেই নাস্তিক বুদ্ধের বুদ্ধি, শুদ্ধিবিহীন হইলে অর্থাৎ তार्কিকের তর্ক দ্বারা পরাভূত হইয়া ক্ষুণ্ণিবিহীন হইলে অথবা বুদ্ধ শাস্ত্র বিন্মিত হইলে সভাহিত ব্যক্তিগণ উল্লাস সহকারে হাস্ত করিলে সেই বিজয়ী বিদ্বান্ তार्কিক পুনর্বার বর্ণিতে আরম্ভ করিলেন ।

এই রূপে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা অখিলের প্রভু, নিত্য নিজবুদ্ধি বিশিষ্ট, শরীরজীবগণের সদগুণিভায়ক পরমেশ্বর আছেন,—ইহা প্রমাণাসিদ্ধ হইল, তিনি এই জগতের মঙ্গল বিধান করুন । এক্ষণে অজ্ঞ নাস্তিককুলের বিশেষরূপ পরাভবহেতু আমরা ঈশ্বরদেবী ব্যক্তিগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইলাম, এবং ইহা দ্বারা জানিলাম যে

সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অজ্ঞান ঈশ্বর বিদ্যেবী পাবণগণও পরাভূত
হইল ॥ ৫২ ॥

বৈষ্ণব উবাচ ।

অথ প্রভুণাদিষ্টঃ স্বনতমাহ বৈষ্ণবঃ ।

নারায়ণারাদনমন্তরেণ

যো মুক্তিমাকাজ্জতি জীবলোকঃ ।

পোতাধিরোহেণ বিনৈব সোহপি

পয়োনিধেঃ পারমপি প্রযাতু ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণব কথন ।

অনন্তর প্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব বলিলেন, যে ব্যক্তি
নারায়ণের অরাধনা ব্যতিরেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, সে পোতাধি-
রোহণ ব্যতিরেকেই পয়োনিধির পারগমনে অভিলষীর ভ্রাস সংসার
সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ৫৩ ॥

শৈব উবাচ ।

সেত্বাভিশ্চেশ্বরুপোপপন্নৈ-

রন্তৈরুপায়ৈরপি নির্বিকল্পম্ ।

পোতাধিরোহেণ বিনৈব কেহপি

রামাদিবৎ সাগরমুত্তরন্তি ॥ ৫৪ ॥

শৈব কথন ।

শৈব বলিলেন, সর্বেশ্বর শূঙ্করের কৃপানির্মিত সেতু প্রভৃতি এবং
অজ্ঞান উপায় দ্বারা অনেকেই পোতারোহণ ব্যতিরেকেই রামাদির
ভ্রাস নিশ্চয়ই সংসার সাগর পার হইয়া যায় ॥ ৫৪ ॥

রামোপাসকঃ ।

অত্রান্তরে রামোপাসকঃ ।

রামেতি যন্মাম জনাঃ স্মরন্তঃ

সংসারবারাংনিধিমুত্তরন্তি ।

স কশ্য বেষ্য কৃপানুবিশ্ৰো
ববন্ধ সেতুং জগদেকনাথঃ ॥
মহান্ মুরারেরপরো ন কশ্চিৎ
তস্ত্যপি কৃপাণি বহু নি সন্তি ।
রূপেষু তেষ্প্যুপপন্নশীলান-
ন রামচন্দ্রাদপরো গরীয়ান্ ॥ ৫৫ ॥

রামোপাসক ।

এই অবসরে রামোপাসক বলিলেন, যাহার রাম এই নামমাত্র
স্মরণ করিয়া জনগণ সংসারসাগর পার হইয়া যায়, সেই জগতের এক
মাত্র ঈশ্বর রামচন্দ্র আবার অপর কোন ঈশ্বরের কৃপা আশ্রয় করিয়া
সেতু বন্ধন করিবেন ? মুরারি নারায়ণ অপেক্ষা অপর কেহই মহাপ্রভু
নাই, তাঁহারও অনেক প্রকার রূপ বিদ্যমান আছে, সেই সমস্তের মধ্যে
সদ্বৃত্তশালী রামচন্দ্র অপেক্ষা গৌরবাধিত অপর কেহই নাই ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণোপাসকঃ ।

অত্রান্তরে কৃষ্ণোপাসকঃ ।

রাধাদিগোপীজনদৃচ্চকোর-
নিপীয়মানাননপূর্ণচন্দ্রাৎ ।
বংশীনিদাদাঙ্গিতজীবতৃকাৎ
কৃষ্ণাৎ পরঃ কঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণোপাসক ।

ইত্যবসরে কৃষ্ণোপাসক বলিলেন, যাহার বদনরূপ পূর্ণ স্রবাকর
হইতে রাধা প্রভৃতি গোপীগণের নয়ন চকোর প্রেমসুধা পান করে
এবং যাহার বংশীরব শ্রবণে জীবগণ স্বীয় জীবন সুার্থক জ্ঞান করে
সেই কৃষ্ণব্যক্তিরেকে পুরাণ পুরুষ আর অপর কোন ব্যক্তি
আছে? ॥ ৫৬ ॥

রাধোপাসকঃ ।

অত্রান্তরে রাধোপাসকঃ । কিমহো শ্রীরাধামপি গোপী-
গণেষু জানাসি । আকর্ষণ—

কলিন্দকণ্ঠাপুলিনে বনে বা

গৃহেহুতো বা নিবসন্ কদাপি ।

যৎপাদপদ্মার্চনমন্তুরেণ

ননন্দ নো নন্দকিশোর এবঃ ॥ ৫৭ ॥

রাধোপাসক ।

এই অবসরে রাধার উপাসক বলিলেন, অহে তুমি কি শ্রীরাধিকাকে
গোপীজনের মধ্যে গণনা করিয়া থাক । তবে শ্রবণ কর ।

কলিন্দকণ্ঠা বা ঘমুনার পুলিনদেশে অথবা বন কিম্বা গৃহমধ্যে ও অন্ত
কোন স্থানে বাস করিয়াও কখনই বাঁহার চরণ সরোজের অর্চনা না
করিয়া নন্দকিশোর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না ; তাঁহাকে
তুমি গোপী বলিয়া জ্ঞান করিতেছ ? ॥ ৫৭ ॥

পুনঃ কথনম্ ।

যামীশ্বরীত্বে পরিকম্প্য যত্না-

দাত্মানমাবেশ্য চ দাসভাবে ।

প্রসাদমাসাদ্য কটাক্ষভঙ্গী-

রঙ্গীচকারৈষ শিরঃপ্রণামৈঃ ॥

তেনাপি গোপালকবালকেন

ত্বেবেশি যা পুণ্যলতাকলত্বে ।

ধন্যোহপি কিস্তে কথয়ামি রাধাং

তামন্যসামান্যতয়া ত্রবীষি ॥ ৫৮ ॥

পুনঃ কথন ।

এই নন্দনন্দন বাঁহাকে ঈশ্বরী বলিয়া অবধারণ পূর্বক আপনাকে

তঁাহার দাসভাবে নিবেশিত করিয়া প্রসন্নতা প্রাপ্তি পূৰ্ব্বক অবনতমস্তকে
তঁাহার কটাক্ষভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । আর সেই গোপলবালক
যাঁহাকে পাইয়া স্বকীয় পুণ্যলতার ফল পাইলাম বলিয়া মনে করিয়া-
ছিলেন ; সেই রাধিকাকে সামান্য মানবী মনে করিতেছ তুমি ধন্য
তোমাকে আর কি বলিব ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণোপাসকঃ ।

সত্যং সত্যং অস্মাভিরাবেশাদপ্রণিধানেন তথোক্তম্ । পশ্য
প্রাণেশ্বরী দৈবতদৈবতশ্চ
শ্রীকৃষ্ণদেবশ্চ তু রাধিকৈব ।
অত্ৰাপি রাধাসহিতো যদেব
বৃন্দাবনে নিত্যবিহারশালী ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণোপাসক কহিলেন, সত্য সত্য । আমি বিশেষরূপ
প্রণিধান না করিয়াই আবেশবশে উক্তরূপ বলিয়া ফেলিয়াছি । দেখ
রাধিকাই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণেশ্বরী, যেহেতু তিনি আজিও নরনাশ
সহিত বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

পুনঃ কথনং ।

অপিচ—

রাধাং বিনা ধ্যায়তি যশ্চ কৃষ্ণং
কৃষ্ণং বিনা ধ্যায়তি যশ্চরাধাং ।
ইমাবুভাবপ্যুপপন্নমোহৌ
ব্রথাজনী ভক্তিরসানভিজৌ ॥
রাধাং বিনা তিষ্ঠতি নৈব কৃষ্ণঃ
কৃষ্ণং বিনা তিষ্ঠতি নৈব রাধা ।
সাধারণাণ্ডোন্মরসে নিমগ্নৌ
মগ্নৌ মদীয়ে হৃদি খেলতান্তৌ ॥ ৬০ ॥

পুনঃকথন ।

আর ও যেব্যক্তি রাধা ব্যতিরেকে কৃষ্ণের ধ্যান এবং যেব্যক্তি কৃষ্ণ ব্যতিরেকে রাধার ধ্যান করে, এই দুইজন মোহবশে মোহিত হইয়া আছেন, ইহাদের জন্য বুধা ইহারা ভক্তিরস কাহাকে বলে জানেন না । রাধাব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিতি করেন না এবং রাধাও কৃষ্ণব্যতিরেকে অবস্থিতি করেন না । ইহারা পরস্পর পরস্পরের রসসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমার হৃৎপদ্মে বিহার করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

রামোপাসকঃ সন্মিতং ।

কিমহো শৃঙ্গাররসপ্রাধান্তেনৈব সর্বতঃ কৃষ্ণস্য মহত্ত্বং
প্রতিপাদয়সি ॥ ৬১ ॥

অনন্তর রামোপাসক জীবৎ ভাস্ত্র করিয়া কহিলেন, অহে তুমি শৃঙ্গার রসের প্রাধান্ত দ্বারা সর্বতোভাবে কৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছ ? ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণোপাসকঃ ।

রামচন্দ্রস্তাপি শৃঙ্গাররস প্রাধান্তমন্ত্যেব । পরন্তু
বিপ্রলভ্যমাদায়েতি বিশেষঃ ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণোপাসক কহিলেন রামচন্দ্রের ও শৃঙ্গার রসপ্রধান আছেই, তবে তাহা বিপ্রলভ্য বিশিষ্ট শৃঙ্গার রস এইমাত্র বিশেষ ॥ ৬২ ॥

অত্রান্তরে বৈষ্ণব উবাচ ।

কিমিতি স্বমধ্য এব রথা কোলাহলঃ প্রারব্ধো যুবাভ্যাম্
য এব রামোহি স এব কৃষ্ণে
য এব কৃষ্ণে হি স এব রামঃ ।
অন্তোন্তভিন্নৌ নহি রামকৃষ্ণৌ
নারায়ণস্তাবতরৌ যদেতো ॥ ৬৩ ॥

এই সময়ে বৈষ্ণব বলিলেন, অহে একি ? তোমরা যে আপনা-
আপনি মধ্যেই বুধা কোলাহল আরম্ভ করিলে, তোমরা নিশ্চিত

জানিও যে যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ এবং যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাম
রাম ও কৃষ্ণ পরস্পর ভিন্ন নহেন, ইহারা উভয়েই নারায়ণের
অবতার ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণোপাসকঃ সবিনয়ঃ ।

প্রভো যত্নপি নারায়ণাবতারত্বেনৈব রামচন্দ্রস্য ত্রীকৃষ্ণ-
দেবস্য চ সাম্যমারাতি তথাপি পূর্ণাবতারত্বেন ত্রীকৃষ্ণ-
দেবস্য প্রাধান্যমন্ত্যেব পূর্ণাবতারত্বঞ্চ শ্রয়মাণমপি ক্রিয়া-
বিশেষৈরুন্নীয়তে । যথা, —

আবিভূয় গদাসিদ্ধাধনুরাবিলচ্ছতুর্ভির্ভুজৈ-
ত্রৈক্যৈরুপগীর্ণমানবিভবঃ পীতাম্বরো বালকঃ ।
কালিন্দীমতিবর্দ্ধমানমলিলামূলংঘ্য চাম্পোদবৎ
গত্বা গোকুলরাজজামথ মহামারামিতশালয়ন্ ॥
কৃত্বা তত্র চ পূতনাদিকদনং যৎপ্রাণিভি ছুঁকরং
বিশ্বগ্ বিশ্বমিদং নিজোদরগতং সন্দর্শ্য মাত্রে বপুঃ ।
গোপীভির্বিজহার যঃ শিশুরপি প্রাগল্ভ্যমুদ্বৈজয়ন্
নন্তর্গর্ভমখর্ষয়ৎ সুরপতেরুদ্ধত্য গোবর্দ্ধনম্ ॥
আশ্চর্য্যং জগতোহখিলং জনয়তা ইত্বা চ কংসাদিকং
সন্দর্শ্যথ কৃতান্তমন্দিরগতাপত্যানি পিলে পুনঃ ।
সুপ্তা যেন নিশান্তরে মধুপুরীমধ্যস্থিতা যাদবা
নীতা দ্বারবতীং সতীং জলনিধেরন্তঃ স্ফণামায়রা ॥

কিঞ্চ

ষোড়শ সহস্র মঙ্গলং

কন্যাকাঃ ক্ষিতিভুজামুপভোক্তুম্ ।

তাবতীঃ সমকরোন্নিজমূর্ত্তীঃ

তত্র তত্র ভবনে ভুবনেশঃ ॥ ৬৪ ॥

তখন কুষোপাসক সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! যদিও রামস্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার বলিয়া সমতা হইতেছে তথাপি পূর্ণাবতার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য আছেই আছে । শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণাবতার তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ সত্ত্বেও আবার ক্রিয়া বিশেষ সমূহ দ্বারা তাহা প্রতীয়মান হইতেছে যথা ;—

শ্রীকৃষ্ণ গদা, অসি, শঙ্খ ও শরাসন এই চারিটি স্বীয় ভূজচতুষ্টয়ে ধারণ পূর্বক আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই পীতাম্বরধারী বালকের বিভব গান করিয়াছিলেন । তিনি জন্মমাত্রই বর্দ্ধমান সলিলা যমুনানদী স্বজ্জলার ত্রায় পার হইয়া মহানারাকুপিণী গোকুল রাজতনয়াকে নিজ জন্মস্থানে চালনা করিয়া দিয়া প্রাণিগণের পক্ষে একান্ত হৃদয় পূতনাদি বধরূপ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন । আর তিনি নিজ জননী যশোদাকে স্বীয় উদরमध्ये অখিল বিশ্বমণ্ডল প্রদর্শন, গোপীদিগের সহিত বিহার এবং শিশু হইয়াও প্রগল্ভভাবে উত্তেজিত করিয়া গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলন পূর্বক সুরপতির অন্তর্গর্ভে থর্ব্ব করিয়াছিলেন । এইরূপে তিনি অখিলে আশ্চর্য্য কার্য্য সমস্ত প্রদর্শন পূর্বক কংসাদিহুবৃন্তগণকে নিহত করেন, এবং কৃতান্তভবনগত মৃত শিশুকে জীবন্ত আনিয়া শিশুর পিতাকে সমর্পণ করেন এবং ব্রজনীযোগে স্নানপূত মধু পুরস্থিত যাদবগণকে জলধির সমীপস্থ দ্বারকা পুরীতে কণকাল মধ্যেই লইয়া যান । আর তিনি ষোড়শ সহস্র নৃপনন্দীগণের রতি উপভোগ করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকে ভবনে আশ্রয়সেই একমূর্ত্তি ষোড়শ সহস্র ভাগে পূর্বরূপে বিভক্ত করিয়া, সেই সমস্ত রমণীগণের সহিত এক সময়েই বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

পুনঃ কথনম্ ।

অথচ—

বিচিত্রদস্তানি সুলোচনানি
ব্রহ্মজলীলাজিত কার্মকাণি ।

স্মেরাগি সৌম্যানি সুদৌণ্ডিমন্তি
 সমস্ততঃ কানিচিদাননানি ।
 সুবৰ্ভুলৈঃ কোটরলীনশোটৈ-
 রুঠৈরনেকাক্ষিভিরাঞ্চতানি ॥
 করালদংত্রীগি ভয়ঙ্করাগি
 ভাস্বন্তি বক্তৃগি তথাপরাগি ॥
 শ্যামানি পীতানি তথা সিতানি
 রক্তানি রক্তানি পিবন্তি ভুয়ঃ ।
 কালানলজ্বালমিবোদ্ভবমন্তি ।
 মুখাশ্রুথো কানপি বিষ্কুরন্তি ॥
 আশ্চর্য্যরূপং নিজরূপমীদৃক্
 যো দর্শয়ামাস ধনঞ্জয়ায় ॥

অপিচ ।

যো দৈত্যবংশাবতরান্ নরেন্দ্রান্
 নিহত্য ভূমেরবতীৰ্য্য ভারম্ ।
 ক্ষয়ং বিধায় স্বকুলস্থ লোকান্
 স্বতেজসা ব্যাপ্য দিবং জাগম ॥
 রামাদয়োঃ শাবতরা হরেশ্চৈব
 ভবন্তি সর্বেহপি ভবন্তু নাম ।
 পরন্তু তে হস্ত কথন্তু সাম্যং
 ভজন্তু কৃষ্ণেন সমন্তু তেন ॥ ৬৫ ॥

পুনঃ কথন ।

ঈরঙ বিনি বিচিহ্নদন্তবিশিষ্ট ক্রভঙ্গলীলাসমবিত সুলোচন সংযুক্ত

দীপ্তিমান্, অনির্কচনীয সৌম্যদর্শন, প্রফুল্লিত আনন সকল এবং কোটর-
গত, সুগোল লোহিতবর্ণ, উগ্রতর লোচনবিশিষ্ট করালদন্তসংযুক্ত, দীপ্তি-
মান্, ভয়ঙ্কর, শ্রামবর্ণ, গীতবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ মুখসমূহ অধিকতর কথির
পান করিতেছে এবং অপর বদনসমূহ প্রলয়কালের অনলরাশি উধমন
করিয়া ক্ষুরিত হইতেছে, এইরূপ আশ্চর্য্যরূপ সকল স্বীয়স্বা-
ধনজয়কে দেখাইয়াছিলেন ।

আরও যিনি অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবংশাবতার নরপতি-
গণকে নিহত করিয়া ভূমির ভার হরণ এবং নিজ কুলজাত লোকদিগের
ক্ষয় সাধন করিয়া নিজতেজে পরিব্যাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়া-
ছিলেন, যাঁহার কার্য্য এরূপ অলৌকিক তাহাকে পূর্বাভার ভিন্ন আর
কি বলা যাইতে পারে । রামাদি সকলে হরির অবতার হইয়াছেন, হউন,
কিঙ্ক তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের সমতা কিরূপে সম্ভব হইতে
পারে ? ॥ ৬৫ ॥

ইত্যাदीर्घ्य' বিরতে কৃষ্ণোপাসকে

রামোপাসকঃ ।

কিমহো ত্রীরামচন্দ্রস্য মহিমানং

ন বেৎসি আকর্ণয়াকর্ণয় ।

চতুভূজঃ পীতদুর্কলধারী

হারী সহস্রাংশুসহস্রদীপ্তিঃ ।

রামঃ পরং ব্রহ্ম কুতোহপি হেতোঃ

কৌশল্যালালো কি পুরোহবতীর্ণঃ ॥

তয়া ততঃ স্তোত্রশতোপগীতং

স্তুতং ভবাস্তোজভবাদিদেবৈঃ ।

ক্ষণাদদোরূপমরূপশালী

বিহার্য বালীকৃতবিগ্রহোহভুৎ ॥

অনন্তসাধ্যামবধার্য যত্নাদ্
 যাং যাচয়ামাস হঠান্ মুনীন্দ্রঃ ।
 নিহত্য রক্ষাংসি চকার রক্ষাং
 তামেব বালোহপি মহাধ্বরস্ত ॥ ৬৬ ॥

এই বলিয়া কৃষ্ণোপাসক বিরত হইলে রামোপাসক বলিলেন
 অহে ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা অবগত নও, তবে শ্রবণ কর ।

রাজমহিষী কোণল্যাদেবী কোনও কারণে অবতরণ কালে প্রথমে
 চতুর্ভূজ, পীতবসন, মনোহর, সহস্রসূর্যাসদৃশ দীপ্তিশালী, পদত্রয়
 রামচন্দ্রকে অবলোকন করিলেন । তদনন্তর তিনি দেখিলেন যে
 মহাদেব পদ্মাসনাদি সহস্র সহস্র দেবগণ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তুতি
 করিতেছেন, তখন তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার
 হইয়া পরে বালক মূর্তি হইলেন । অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগমন
 পূর্বক অনন্তসাধ্য যজ্ঞরক্ষণ কার্য্য আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিলে
 তিনি বালক হইলেও রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া মহাযজ্ঞের রক্ষা
 করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

পুনঃ কথনং ।

শৈবং ত্রিলোকী বিনিবাসভাজাং
 বলাদসাধ্যোদ্ধরণং ধনুস্তং ।
 যো হেলয়া ত্রীরষুবংশহংসো
 জগচ্চমৎকারকরং বভঞ্জ ॥
 দৈবীং কলাং কামপি কামরূপাং
 বনুন্ধরাযোনিমযোনিজাতাং
 নিজাত্বজত্রে জনকেন নীতাং
 সীতাং বিনীতাং পরিণীতবান্ যঃ ॥

যো জামদগ্ন্যাজ্জগদেকমান্যান্ ।
 মহাবলাং ক্ষত্রিয়কালরাত্রোঃ ।
 মদোদ্ধতাদুদ্ধততাপশাস্তৌ
 তেজো নিজং বৈষ্ণবমাজ্জহার ॥
 পিতুঃ প্রতিজ্ঞাপরিপালনায়
 রাজ্যং পরিত্যজ্য জটীং দধানঃ ।
 যো বন্ধলেনাস্বরসম্বৃতঃ সন্
 বনং গতৌ লক্ষ্মণজানকীভ্যাম্ ॥
 লোকত্রয়োপদ্রবকারণানি
 ঘোরানি ঘোরাযুদ্ধদর্শনানি ।
 নিহত্য রক্ষাংসি চকার রক্ষাং
 তস্মিন্ বনে সম্বসতাং মুনীনাম্ ॥ ৬৭ ॥

ত্রৈলোক্যনিবাসী বীষণ যে শৈব পরাসন উত্তোলন করিতেই
 অসমর্থ, যে রঘুবংশতিলক রামচন্দ্র, সেই ধনু অবলীলার ভয় কারয়া
 জগতীভলম্ব জনগণকে চমৎকৃত করিয়া দেবংশজাতা অনির্কচনীয়-
 কামরূপা, অঘোনিজা, বসুন্ধরা হইতে উৎপন্ন জনকতনয়া সীতাকে
 বিবাহ করিয়াছিলেন। যিনি ক্ষত্রিয়গণের কালরাত্রি স্বরূপ, মহা-
 বল ও জগতের মাননীয়, যিনি মহোদ্ধত জামদগ্ন্য হইতে উদ্ধত তাপ-
 শাস্তির নিমিত্ত স্বীয় বৈষ্ণবভোজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি পিতৃসত্য
 প্রতিপালনের নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক জটাবারণ ও বন্ধল
 পরিধান করিয়া লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন,
 যিনি ঘোরদর্শন ও ঘোরতর আয়ুধধারী ত্রিলোকে উপদ্রবকারী রাক্ষস-
 দিগকে নিহত করিয়া তদ্বনবাসী মুনিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।
 তাঁহার মহাবীর্যের আর সংশয় কি আছে ? ॥ ৬৭ ॥

পুনঃ কথনম্ ।

অন্তর্হিতায়াং জনকাত্মজায়াং
 কার্যার্থমর্থিত্রিদশেশ্বরানাং ।
 মায়াময়ী কাচিদলীকরূপা
 সীতা হতা তত্র চ রাবণেন ॥
 লীলাবশাদ্দাশরথেরধাম্ম
 সাধারণস্তেব জনস্ম কোহপি ।
 ব্যলোকি লোকৈঃ সকলৈর্বলীয়ান্
 প্রিয়াবিয়োগপ্রভবো বিকারঃ ॥ ৬৮ ॥

পুনঃ কথন ।

প্রধান প্রধান দেবতাবর্গ প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের কার্য সিদ্ধির
 নিমিত্ত দেবী জ্ঞানকী অন্তর্হিত হইলে পর লক্ষ্মণপতি কোনও অলীক
 হুতি সীতাকে হরণ করিল। অনন্তর সেই দশরথাস্বজ রামচন্দ্র লীলা-
 বশতঃ সাধারণ ব্যক্তি বর্ণের ন্যায় প্রিয়াবিয়োগে বিকৃতচিত্ত হইয়া-
 ছিলেন, লোক সকল সেই লীলাই অবলোকন করিয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

পুনঃ কথনং ।

অত্রাস্তরে দাসপদং প্রপদ্য
 রুদ্রাবতারো মিলিতো হনুমান্ ।
 বনেচরাণামথ বানরাণাং
 স মেলয়ামাস চমুমমাত্যঃ ॥
 স প্রস্তুরৈর্দুস্তরসাগরাস্তঃ
 সেতুং ববন্ধ প্রতিবন্ধহীনঃ ।

চমুসমূহেন বিবেশ রামো
 লঙ্কামলঙ্কামপি কামরূপাম্ ॥
 কারাগৃহে বা সুরসুন্দরীণাং
 মহেন্দ্রচন্দ্রাদিসুরেশ্বরীণাং
 গম্যা ন যা দানবমানবানাং
 শ্রীরাজরাজানুজরাজধানী ॥ ৬৯ ॥

পুনঃ কথন ।

এই সময়ে কল্পাবতার হনুমান তাঁহার দাসত্ব পদ লাভ করিয়া অত্যন্ত বনেচর বানর সৈন্তগণ সম্ভিবিয়াহায়ে অমাত্যরূপে তাঁহার সহিত সন্মিলিত হইলেন । অনন্তর রামচন্দ্র প্রস্তর পুঞ্জদ্বারা মহত্তর সাগর মধ্যে নির্ঝিল্লি এক সেতুবন্ধন করিলেন, তদ্বারা তিনি সমস্ত বানর সৈন্ত সম্ভিবিয়াহায়ে, অনিবার্যমুখী, অতি কমনীয়রূপিনী লঙ্কা-
 মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এই লঙ্কা ধনপাতুর অনুজ রাক্ষসাপিত্তি
 রাবণের রাজধানী, ইহার কারাগৃহে ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতাগণ ও সুরাঙ্গনা
 সকল বন্দীভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন । দানব বা মানবগণ
 তাহাতে কদাচই প্রবেশ করিতে পারে না । রামচন্দ্র স্বীয় ব্রহ্ম
 শক্তির প্রভাবে অবলীলায় তথায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৬৯ ॥

পুনঃ কথনং ।

তব্রেন্দ্রজিহ্মধনবাণলক্ষ্যো
 ভূত্বা সমঃ রাক্ষসলক্ষলক্ষৈঃ ।
 তচ্ছঙ্করাতর্কিতসর্বলোকং
 বিবেশ কৌশলানিক্রেতমাশু ॥
 স্বর্গহহস্তীশ্বরহস্তম্
 হস্তেন লঙ্কাস্থিত আচকর্ম ।

ঘঃ কুন্তকর্ণঃ স জগাম ধাম
 যমস্য রামস্য শরেণ ভিন্নঃ ॥
 পুরা হরাদাপ্তবরেণ দৃষ্টো
 বিজিত্য ভুয়ঃ সকলাং ত্রিলোকীং ।
 কৈলাসমাবেশবশেন শস্ত্রো-
 রাবাসমপ্যুদ্ধৃতবান্ বলীয়ঃ ॥
 জগত্রয়োপদ্রবকারকস্য
 রণাঙ্গনোন্মাদবশঙ্গতস্য ।
 ক্ষণেন চিচ্ছেদ শিরাংসি তস্য
 দশাপি রামো দশকন্ধরস্য ॥
 দত্ত্বা প্রপন্নায় বিভীষণায়
 লঙ্কাধিপত্যং রঘুবংশহংসঃ ।
 মায়ামরীংতামুপনীত সীতা-
 মগ্নৌ পরীক্ষামিষতো নিবেশ্য ॥
 সম্পশ্যতামেব সুরেশ্বরানাং
 ব্রহ্মাদিকানাং স্তবতঃ পুরস্তাং ।
 নিঃসারয়ামাস হুতাশকুণ্ডাং
 পুরাতনীং তানবতীর্ণলক্ষ্মীম্ ॥ ৭০ ॥

পুনঃ কথন ।

সেই লঙ্কাপুরীতে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শরাঘাতে সম্বরই
 লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মসগণের সহিত, তাহারই শকার্য শঙ্কিত শমন সদনে প্রবিষ্ট
 হইল। যে কুন্তকর্ণ লঙ্কার থাকিয়া অর্গস্থিত হস্তিরাজ ঐরাবতের
 শুণ্ডাগ্র, স্বীয় হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই রঘুনাথ
 কুন্তকর্ণ রামশরে খণ্ড খণ্ড হইয়া কৃতান্ত ভবনে গমন করিল।

পূর্বে যে রাক্ষসপতি, মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভে উদ্ধৃষ্ট হইয়া
অখিল ত্রৈলোক্য মণ্ডল পরাজয় করিয়া মদগর্বেই অবেশবশতঃ শত্ৰু
আবাস স্থান অতিশয় দুর্ভর কৈলাসগিরি উত্তোলন করিয়াছিল, রামচন্দ্র
সেই জ্বিলোকে উপদ্রবকারক, সমরাজ্ঞে উদ্বৃত্ত দশাননের দশ মস্তক
ক্ষণকাল মধ্যেই ছেদন করিয়াছিলেন । অনন্তর রঘুবংশাবতঃস রাম
শরণাগত বিভীষণকে লক্ষ্মীর আধিপত্য প্রদান পূর্বক সেই মারামর্দী
সীতাকে আনয়ন করিয়া পরীক্ষাস্থলে অনলমধ্যে প্রবেশিত করিয়া
হত্যাচর্য্য কণ্ড হইতে সেই পুরাতনী লক্ষ্মীর অবতারস্বরূপিণী জানকীকে
বহির্গত করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

পুনঃ কথনং ।

বিরিক্ষিপঞ্চাননসংপ্রবন্ধৈঃ

কাট্যব্যাচ বাচস্পতিভার্গবীশৈঃ ।

তুষ্ঠস্ত্রিলোকীজনিতাভিরাভি-

রচ্চাবশৈচব বচোবিশেষৈঃ ॥

নাকেশলঙ্কেশকপাশযুথৈ

স্বতৌহনুজেনানুগতঃ স্বকীয়াম্ ।

পুরীং সদারোহয়মুদারকীৰ্ত্তি-

বিমানমারুহ সমাজগাম ॥

রুদ্রৈঃ সমুদ্রৈর্বসুভিচ্চ সূর্য্যৈঃ

সিদ্ধৈশ্চ সাত্বৈর্দ্যদশভিদিগীশৈঃ ।

ব্রহ্মর্ষিমুখ্যৈর্বিধিনাভিষিক্তঃ

স পালয়ামাস মহীমহীনাম্ ॥

উত্তার্য্য ভারং জগতাং ত্রয়াণাং

নিহত্য রক্ষাংসি বিতত্য ধর্ম্মম্ ।

রামোহরীনে সকলামযোধ্যাং

হৈব নীত্বা দিবমারুরোহ ॥ ৭১ ॥

পুনঃ কথন ।

অনন্তর চতুরানন ও পঞ্চাননাদি দেবগণ এবং শুক্র বৃহস্পতি ও ভার্গবাদি সকলেই ত্রিলোক মধ্যে প্রচারিত এই সকল কীর্তিকর বাক্যবিশেষ দ্বারা স্তব করিলে উদারকীর্তি রামচন্দ্র স্বর্গেখর, লঙ্কেশ্বর ও কপীশ্বর সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া জ্ঞানকী ও নিজ অনুজের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বীয় রাজধানী অযোধ্যা পুরীতে আগমন করিলেন । তৎপরে ক্রতুগণ, সমুদ্রগণ, বনুগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, দশদিকপতিগণ ও প্রধান ব্রহ্মর্ষিগণ দ্বারা বিদিশূরক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া এই মহৎ মহীমণ্ডল পালন করিয়াছিলেন । এইরূপে ত্রিভুবনের ভার হরণ ও রাক্ষসগণের নিধন ও ধর্ম্মের বিস্তার করিয়া অবশেষে অধিবাসিগণ সমন্বিত সমস্ত অযোধ্যাপুত্রী সঙ্গে লইয়া দেবলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

পুনঃ কথনং ।

হতাবশেষান্ পরিহৃত্য বন্ধুন্
কুষ্মোৎপরিহৃত্বা বনিতাঃ পুলিন্দে ।
বিস্তার্য লোকে কলিরীতিমেকাং
দিবং গতঃ কেবলমেকমেব ॥
তৎ কথং কুষ্ম ক্রিয়াভিরপি
রামচন্দ্রাদধিকঃ ॥ ৭২ ॥

পুনঃ কথন ।

দেখুন কুষ্ম হতাবশিষ্ট বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ এবং স্বীয় বনিভাগ্যকে পুলিন্দ হুস্তে সমর্পণ পূর্বক লোক মধ্যে একমাত্র কলিযুগের রীতি

প্রকাশ করিয়া একাকীই দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন । তবে
কৃষ্ণ ক্রিয়া দ্বারাই বা কি প্রকারে রামচন্দ্র হইতে প্রেষ্ঠতর হইতে
পারেন ॥ ৭২ ॥

বৈষ্ণব উবাচ ।

হা হস্ত যুবয়োরজ্যাপি বর্তমান এব ব্যামোহঃ তদ্‌যুবাভ্যাং
ন শ্রুতো বিষ্ণুসিদ্ধান্তঃ ।

লোকে গৃহীতাকৃতিকস্য তস্য
ন বাস্তবঃ কোহপি বিকার আস্তে ।
পরং জনশ্চেব সমস্তকার্যো
লীলাবিলাসঃ পুরুষোত্তমস্য ।
ত্যাগো হি রাজ্যস্য বনে নিবাসো
দারাপহারান্মুখিসেতুবন্ধঃ ।
রক্ষোবধাদিশ্চ বিলাসমাত্রং
চকার ভূমাববতীৰ্য্য রামঃ ॥ ৭৩ ॥

বৈষ্ণব বলিলেন, হায় ! এখনও তোমাদের ব্যামোহ বর্তমানই
রহিল ? তবে বোধ হয় তোমরা বিষ্ণু সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর নাই । এক্ষণে
শ্রবণ কর ।

বিষ্ণুর অবতার পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ইহ লোকে আকৃতি-
মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাঁহার কোনও বিকার নাই ।
পরন্তু জগৎগণের কার্য্য বিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত লীলাবিলাস
করিয়াছিলেন । রাম অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ,
বনে, নাস, দারাপহারণ, সমুদ্রে সেতুবন্ধ ও রাক্ষসবধাদি যে সকল কার্য্য
করিয়াছিলেন তৎসমস্তই তাঁহার বিলাসমাত্র জ্ঞানি বেন ॥ ৭৩ ॥

পুনঃ কথনং ।

প্রকামখেলা ব্রজসুন্দরীভি-
স্ত্যাগোহপি তাসাং জলধৌ নিবাসঃ ।
ভুভারনাশঃ স্বকুলক্ষয়শ্চ
দারোপসজ্জাদি চ কৃষ্ণলীলা ॥ ৭৪ ॥

পুনর্বার কথন ।

ব্রজযুবতীগণের সহিত বিহার, তাহাদিগের পরিভ্যাগ, সমুদ্র
নিবাস, ভুভারনাশ, স্বকুলক্ষয়, দারপরিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য সকল কৃষ্ণের
লীলামাত্র ॥ ৭৪ ॥

পুনঃ কথনম্ ।

রামস্য ভক্তোহপ্যথ কৃষ্ণভক্ত-
স্তথা নৃসিংহাদিকভক্তিশালী ।
সর্বোহপ্যয়ং বৈষ্ণবশাস্ত্রবিস্তি-
নিবেদিতো বৈষ্ণব এব লোকে ॥
যো দ্বেষ্টি রামং ভজতে তু কৃষ্ণং
যো দ্বেষ্টি কৃষ্ণং ভজতে তু রামম্ ।
ইমাবুভৌ বৈষ্ণবসর্গমার্গে
বহিমুখত্বেন নিবেদিতৌ স্তঃ ॥ ৭৫ ॥

পুনর্বার কথন ।

রামের ভক্তই হউক অথবা কৃষ্ণের ভক্তই হউক কিম্বা নৃসিংহাদি
অবতার গণের ভক্তই হউক, বৈষ্ণব শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ লেই
সকলকেই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন ।

যে ব্যক্তি রামের প্রতি দ্বেষ করে এবং কৃষ্ণকে ভজনা করে,

যে ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রীতি ঘেব করে এবং রামকে ভজনা করে,
ইহার। উভয়েই বৈষ্ণবতন্ত্রের বহির্গত বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকে ॥ ৭৫ ॥

পুনঃ কথনং ।

অহো মহেশোহপি বিহার ভেদ
বুদ্ধিং সদা সেবত এব বিষ্ণুং ।
রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ তথা নৃসিংহং
তথা হরগ্রীবমুগ্রভেদম্ ॥ ৭৬ ॥

পুনর্বার কথন ।

এই কারণেই স্বয়ং মহেশ্বর ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্বক বিষ্ণু,
রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও হরগ্রীবাদির সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥

শৈবঃ সকোপমুবাচ ।

অহো ভবানেব শিবং মহেশং
বদন্ বদত্যন্তমনেন সেব্যম্ ।
ব্যাঘাতপাতো বদতস্তবায়-
মাপাততো দূষণমাহ সম্যক্ ॥
ঈশো মহেশঃ পরমেশ্বরো বা
মহেশ্বরঃ কেবলমীশ্বরো বা ।
সমাখ্যাতা কঃ কথিতো মহত্ত্বিঃ
শিবাদৃতে বেদপুরাণবিদ্বিঃ ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর শৈব কোপের সহিত কহিলেন, কি আশ্চর্য্য আপনিই
শিবকে মহেশ বলিতেছেন, আবার আপনিই বলিতেছেন যে মহেশ্বর
অন্তের সেবা করিয়া থাকেন ; এরূপ বলায় আপনার বাক্যের প্রীতি
ব্যাঘাত পড়িতেছে, যেহেতু যিনি অন্তের সেবা করেন* তাঁহার

আবার মহেশ্বর ক্রুরূপে সম্ভব হয় । অতএব আপনি বড়ই দোষের কথা বলিতেছেন ।

আপনি বিচার করিয়া দেখুন বেদপুরাণবেদী মহান্ ব্যক্তিগণ ঈশ, মহেশ, পরমেশ্বর, মহেশ্বর অথবা কেবল ঈশ্বর এই সকল নাম শিব ব্যতিরেকে আর কাতারও প্রতি প্রয়োগ করেন না ॥ ৭৭ ॥

বৈষ্ণব উবাচ ।

সম্মিতং ঈশ্বর ইতি নান্নৈব ঐশ্বর্যমায়াতি । পশ্য তাবদ্ভগবতো বিষ্ণোরৈশ্বর্যং বেদপুরাণাদিসিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

বৈষ্ণব ঈশ্ব হাঙ্গিয়া কহিলেন ঈশ্বর এই নাম দ্বারাই ঐশ্বর্য আসিতেছে । তবে ভগবান্ বিষ্ণু ঐশ্বর্য বেদ পুরাণাদিতে ঐশ্বক আছে দেখিয়া লও ॥ ৭৮ ॥

শস্ত্রোস্তাবদৈশ্বর্যং পশ্য ।

কিন্তু শিবের ঐশ্বর্য ক্রুরূপে সম্ভব হয় দেখ,

শিবঃ শ্মশানে চিতিভ্রমধূসরঃ

কপালমালাস্থিভূজঙ্গভূষণঃ ।

সতালবেতালপিশাচনগ্নে

নটনটন মত্ত ইবাত্তভূষণঃ ॥

দিগম্বরো মুক্তজটো বিরূপদৃক্

স্থলললাটাগ্নিশিখাবলৌহিতঃ ।

অমঙ্গলং রূপমিদং দধৎ কথং

ভজজ্ঞানানাং বিদধাতু মঙ্গলম্ ॥

উপাসকো যো বহুপাসনারতঃ

স তৎ সমেতীতি সতঃ শ্রুতং ময়া ।

অতঃ শিবারাধনতঃ পিশাচতাং

কথং ন যাযাদিতি মে নিবেদয় ॥

অনেন রূপেণ চ সম্পদানয়া

ক্রিয়াভিরেতাভিরুদীরিতস্থিতিঃ ।

মহেশ্বরাত্ম্যমপি লব্ধবানয়ং

মহেশ্বরত্বং কথমেতু বাস্তবম্ ॥ ৭৯ ॥

শিব, চিত্তাত্ম্য দ্বারা ধূসরবর্ণ হইয়া নরকপালাস্থি মালা ধারণ পূৰ্ব্বক ভুজাদি বিবিধ প্রকার ভূষণে ভূষিত হইয়া শ্মশান ভূমিতে তাল বেতাল ও পিশাচ মণ্ডলে প্রমত্তের জায় নাচিয়া নাচিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন । তিনি নিগম্বর থাকিয়া জটাজালবিমোচন পূৰ্ব্বক ললাটায় শিখায় পরিণতমান হইয়া বিকৃতাকার ধারণ পূৰ্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকেন । তিনি এতাদৃশ অমঙ্গলরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে স্বীয় উপাসকগণের মঙ্গল বিধান করিবেন । আমি সজ্জনগণের নিকট শুনিয়াছি যে, যে উপাসক যাহার উপাসনায় নিরত হয়, সে তাঁহারই স্বরূপভা লাভ করিয়া থাকে, অতএব শৈবগণ পিশাচতা লাভ করিবে না কেন ? তুমি তাহা আমাকে বল ।

যিনি নিরন্তর এইরূপ আকারে অবস্থিতি করেন এবং যাহার উক্ত-রূপ ঐশ্বর্য্য ও কার্য্য, তিনি মহেশ্বর এই নাম লাভ করিয়াও কিরূপে বাস্তবিক মহেশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিবেন ? ॥ ৭৯ ॥

ইতিবিস্মিতমুদীর্য্য বিরতে বৈষ্ণবে শৈবঃ শকোপম্ ।

অনন্তরূপস্য শিবস্য লীলয়া

বিহারশীলস্য বিচিৎকৰ্ম্মণঃ ।

অনেন রূপেণ চ ভীষণেন তৎ

স্বরূপহানিন্ ভবেৎ কথঞ্চন ॥

কিঞ্চ—

সুখস্বা কুতস্তস্য দুঃখং কুতো বা

কুতঃ সুন্দরত্বং কুতোইসুন্দরত্বম্ ।

অনেকৈঃ স্বরূপৈরনেকৈঃ প্রকারৈঃ
সদা লীলয়া খেলতচ্চিন্ময়স্য ॥
এতাদৃশস্য মহেশ্বরস্য
বিহারশীলস্য বিচিত্ররূপৈঃ ।
সাদৃশ্যমাত্ম হরিঃ কথং বা
স্বেনাপি নেত্রেণ সমর্চকো যঃ ॥ ৮০ ॥

এইরূপে বিন্মিত হইয়া বৈষ্ণব এই সকল বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শৈব কোপসহকারে কহিতে লাগিলেন, শিবের রূপ অনন্তপ্রকার, তিনি লীলাসহকারে বিহার করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার কথ্য ও বিচিত্র এই ভয়ঙ্কর রূপ দ্বারা কখন তাঁহার স্বরূপতার হানি হইতে পারে না । আরও দেখ—

তাঁহার সুখই বা কোথায় এবং দুঃখই বা কোথায় ? এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যই বা কোথায় এবং অসৌন্দর্য্যই বা কোথায় ? কলতঃ তাঁহার সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য সকলই সমান ; সেই চিন্ময় পুরুষ অনেকবিধ স্বরূপ এবং অনেক বিধ ক্রিয়াদ্বারা লীলাখেলা করিয়া থাকেন । বিচিত্র রূপ সমূহ দ্বারা বিহারশীল এতাদৃশ মহেশ্বরের সহিত হরির সাদৃশ্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে হরি এক সময়ে স্বীয় নেত্র সমর্পণ পূর্ব্বক মহেশ্বরের অর্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

অথ সরস্বত্যধিষ্ঠানম্ ।

অত্রাস্তরে কোহপি সমাজগাম
সমস্তবিদ্যার্ণবকর্ণধারঃ ।
প্রগল্ভপুংরূপধরাদরেণ
সরস্বতী মূর্ত্তিমতীব সাক্ষাৎ ॥

তং বীক্ষ্য লোকে শ্রুতপূর্বকীর্তিঃ
 তেজোবিশেষানুমিতস্বরূপম্ ।
 বিদ্বৎসমাজো নৃপতিশ্চ দূরা-
 দভ্যুখিতঃ সম্মনসদৃষ্টিঃ ॥
 আগত্যাথ সর্বতোহবলোক্য প্রভুং প্রত্যাহ সঃ ।
 স্তম্ভিতা পণ্ডিতমণ্ডলৈরিয়ং
 ভবৎসভা দেবমভেব দৃশ্যতে ।
 অহো বিচারঃ কতমঃ প্রবর্ততে
 মমৈতাদকর্ণনকর্ণকৌতুকঃ ॥ ৮১ ॥

অন্তঃপর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ।

এই সময়ে সমস্ত বিদ্যার্ণবের কর্ণধার স্বরূপ কোন এক ব্যক্তি
 আদর পূর্বক প্রগল্ভ পুরুষরূপধারিণী স্তম্ভিতা সমাজে সরস্বতীর
 ত্রায় সেই স্থানে আগমন করিলেন ।

পূর্ব লোকমধ্যে বাঁচার কীর্তি বিখ্যাত হইয়াছে, তেজোবিশেষ
 দ্বারা বাঁচার অন্তর্গত প্রভাব অনুমিত হইতেছে, সেই ব্যক্তিকে
 দর্শন করিয়া রাজা ও বিদ্বদ্বৃন্দ নম্রদৃষ্টি হইয়া দূর হইতেই সম্মানে
 উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ।

অনন্তর তিনি আসিয়া চারিদিক্ অবলোকন পূর্বক মহারাজকে
 বলিতে লাগিলেন । প্রভো! পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা স্তম্ভিত
 আপনার এই সভামণ্ডল দেব সভায় ত্রায় প্রতীক্ষমান হইতেছে ।
 হে নরদেব! তবে এখন কোন্ বিষয়ের বিচার হইতেছে,
 তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কর্ণ কৌতুক
 জন্মিয়াছে ॥ ৮১ ॥

অথ প্রভুঃ সবিনয়ম্ ।

সংপ্রতিপ্রবর্তমানোহয়ং শৈববৈষ্ণবয়োবিবাদঃ ।

শৈবঃ শিবং মহত্বেন প্রতিপাদয়তি বৈষ্ণবস্ত

বিষ্ণুং । তদত্র বিষয়ে মাধ্যস্থ্যনবলম্বয়ন্তো

ভবন্তোহনাদৃশাং সংশয়মপনয়ন্তু ॥ ৮২ ॥

অনন্তর প্রভৃ সর্বনয়ে বলিলেন, সম্প্রতি শৈব ও বৈষ্ণবের
বিবাদ উপস্থিত, শৈব শিবকে মহান্ বলিয়া এবং বৈষ্ণব বিষ্ণুকে
মহান্ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তবে আপনি এই বিষয়ের
মধ্যস্থতা অবগদন পূর্বক আমাদিগের সংশয় অপনয়ন করুন ॥ ৮২ ॥

অথ সকলবিদ্যানিধির্বিদ্বান্ কিমত্র বিষয়ে

মাধ্যস্থ্যমমুকম্ ।

আকণ্য তাবৎ ।

কালস্তচ্ছতরঃ কলিঃ কলিময়ন্তমিন্ কিয়জ্জীবিতং

সম্পত্তিঃ কিয়তী কিয়তাপি মতিবিদ্যাবলংবা কিয়ৎ ।

কিং ক্রমো মহিমানমস্ম চ নহামোহস্ম হাস্যাস্পদঃ

যতত্রাপি চ গর্ভপর্বতধরো বর্ষন্তি সর্বৌজনাঃ ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর সেই সকল বিদ্যানিধি পণ্ডিতগণের বলিলেন কি
আমাকে এ বিষয়ের মধ্যস্থতা করিতে হইবে, তবে শ্রবণ করুন ।

এই কলহময় কলিকাল অংশয় তুচ্ছতর তাহাতে জীবনকাল
অত্যাশ্রয়, সম্পত্তিও অত্যাশ্রয়, তাহাতে বিদ্যা এবং বুদ্ধি ও অতি
শয় অল্প । এই অত্যাশ্রয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগের
তত্ত্ববোধ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? আর এই সংসারে মহ-
মোহের হাস্যজনক মহিমাই আর কি বলিব, তাহাতে জনগণ ষ্ট্রুত
রূপ ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও মানস মধ্যে গর্ভরূপ পর্বত ধারণ পূর্বক
মানস ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত করিয়া সেই স্বল্পমাত্র বুদ্ধির পরিচালনের
স্থান না পাইয়া সকল ব্যক্তিই বর্ষরতা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

পুনঃ কথনম্ ।

প্রভো তস্মাদন্যোন্মাৎ সর্বদা গর্ভমপহার যদি

পর্যালোচয়ন্তি তদা নেদৃশা বাদা ভবন্তি । বহু-

ধান্মিন্বেব কলিবলিনি কলৌ যুগেহধিগতকতিপয়-
শাস্ত্রার্থৈরেব পাষণ্ডপ্রায়ৈঃ পণ্ডিতম্ভৈর্মোহিতা
শৈবা বিষ্ণুং বৈষ্ণবাশ্চ শিবং নিন্দন্তো ভক্তি-
বিশেষাভিমানিনো মুক্তিমাকাজ্জকৃন্তি । বস্তুতস্ত

যয়া পুরাণোপপুরাণযুক্তাঃ

সাক্ষাশ্চ বেদাঃ স্মৃতয়ঃ সমস্তাঃ ।

সৰ্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিলোকিতানি

ন কাপি দৃষ্টঃ শিববিষ্ণুভেদঃ ॥ ৮৪ ॥

পুনঃ কথন ।

হে প্রভো ! সেই হেতু সকলেই যদি পরস্পর গর্ষ পরিভ্যাপ্ত
পৃথক পর্যালোচনা করে, তাহা হইলে আর এবিধ বাগ্ বিবাদ
উপস্থিত হয় না, এই কলহপ্রধান কলিযুগে আমি অনেক দেখিয়াছি
যে সামান্ত মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাষণ্ড তুল্য, পণ্ডিতাভিমानी
শৈবগণ বিষ্ণুকে এবং বৈষ্ণবগণ শিবকে নিন্দা করিয়া ভক্তিবিশেষের
অভিমानी হইয়া মুক্তি লাভের বাসনা করিয়া থাকে ।

বস্তুতঃ আমি পুরাণ, উপপুরাণ, সাক্ষবেদ ও সমস্ত স্মৃতি প্রভৃতি
শাস্ত্র সকল অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু কোথাও শিব ও বিষ্ণু
প্রভেদ দেখিতে পাই নাই ॥ ৮৪ ॥

পুনঃ কথনম্ ।

অহং পুনঃ পণ্ডিতমণ্ডলীং তাং

পৃচ্ছামি সৰ্ব্বামপি তে বদন্তু ।

শ্রুতৌ স্মৃতৌ শাস্ত্রপুরাণমধ্যে

কেনাপি দৃষ্টঃ শিববিষ্ণুভেদঃ ॥ ৮৫ ॥

পুনঃ কথন ।

আমি কিন্তু এই সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সকলেই

ইহার উত্তর প্রদান করুন ; জ্ঞতি বা স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যে কোন স্থানে কোনও ব্যক্তি শিব ও বিষ্ণুর প্রভেদ দৃষ্টি করিয়াছেন ? ॥ ৮৫ ॥

অথ সর্বৈ তার্কিকপ্রভৃতয়ঃ পৌরাণিকাদ্যাশ্চা-
ন্যে যুগপদুচুঃ ।

মহেশনারায়ণয়োৰ্বিভেদো
ন কাপি দৃষ্টো ন খলু জ্ঞাতো বা ।
অদ্বৈতয়োরেব মুখানুবীনঃ
সৰ্বৈরপি জ্ঞাত এষ বাদঃ ॥
শিবস্য বিষ্ণোঃ পরমুক্তিরেমা
পুরাতনী জ্ঞাত এষ সৰ্বৈঃ ।
যশ্চাবয়োৰ্ভেদধিয়ং কৰোতি
নরঃ স ঘোরং নরকং প্রয়াতি ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর তার্কিকাদি ও পৌরাণিক প্রভৃতি ও অন্যান্য সকলেই এক
বাক্যে কহিলেন, মহেশ্বর ও নারায়ণের প্রভেদ আমরা কোথাও দেখি
নাই এবং শুনিও নাই, এই দুই জনের মুখ হইতে সম্প্রতি এই নূতন
বাদ শ্রবণ করিতেছি । আমরা সকলেই শিব ও বিষ্ণুর পুরাতনী এই
বাদী শুনিয়াছি যে, যে মানব আমাদের পরস্পরের ভেদ বুদ্ধি করে
সে ব্যক্তি ঘোরতর নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

অথ সকলং বিদ্যানিধিবিদ্বানুবাচ ।

অতোহনয়োৰ্ভেদবিধৌ কদাপি
কার্য্যা ন বুদ্ধিঃ সত্বপাসকেন ।
সদা বিচার্য্যা পরমেকতৈব
ন চেদনার্য্যা ভবিতৈব ভক্তিঃ ॥
হরে হরৌ বাপি মনঃ প্রসন্নং
যস্মিন্ ভবেৎ সোহয়মুপাসনীয়ঃ ।

মুক্তিঞ্চ ভুক্তিঞ্চ ততো যথেষ্ট-
 মবাধ্যতে নুনমুপাসকেন ॥
 শিবো তু ভক্তিঃ প্রচুরা যদি শ্রাদ্-
 ভজেচ্ছিবত্বেন হরিং তথাপি ।
 হরৌ তু ভক্তিঃ প্রচুরা যদি শ্রাদ্-
 ভজেদ্ধরিত্বেন হরং তথাপি ॥
 শিবোহপি বিষ্ণুং ভজতে কদাপি
 বিষ্ণুঃ শিবং বা ভজতে কদাচিৎ ।
 পরম্পরাভেদবিবোধনার্থ-
 মথ প্রত্যর্থমুপাসনায়াঃ ॥ ৮৭ ॥

জনস্বল্প নগল বিদ্যানিধি বিদ্বান্ কহিলেন, যিনি সত্বপাসক, তিনি
 শিব ও বিষ্ণুর প্রতি ভেদ বুদ্ধ করিবেননা । সর্বদাই উভয়ের একতাই
 ভাবিবেন, তাহা না হইলে তাহাদের ভক্তি দূষিত ও অপবিত্র হইবে
 সন্দেহ নাই । হর ও হরি এই উভয়ের যাহাতে মন প্রসন্ন হয়,
 তাহারই উপাসনা কর্তব্য, তাহাতে উপাসক ভোগ ও যোক্ষ যাহা ইচ্ছা
 নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । যদি শিবের প্রাত ভক্তি
 প্রচুর হয় তবে, হরিই শিব এইরূপে হরিকেও ভজনা করিবেন, অথবা
 যদি হরির প্রতি ভক্তি প্রচুর হয় তবে শিবই হরি এইরূপে শিবকেও
 ভজনা করিবেন । শিবও কখনও বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণুও কখন
 শিবকে ভজনা করিয়া থাকেন ; তাহার কারণ এই যে পরম্পরের
 অভেদ বুঝিয়া উপাসকগণ উভয়েরই উপাসনা করিতে
 পারিবে ॥ ৮৭ ॥

পুনঃ বখনম্ ।

যে চাত্বনো নুনমভেদতয়াং
 শরীরভেদাদপি ভেদমাত্মঃ ।

তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ

দেহার্দ্ধহারী হরিরপ্যকারি ॥ ৮৮ ॥

পুনঃ কথন ।

হর ও হরি একাত্মক এইরূপে উভয়ের ভেদ না থাকিলেও শরীর ভেদ দর্শনে কোনও ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি করিতে পারে, তাহাদের সেই বুদ্ধি দূরীভূত করিবার নিমিত্ত, হর হরিকে আপনার দেহার্দ্ধভাগী করিয়াছেন ॥ ৮৮ ॥

অথ সানন্দং সাধু সাধু ইতি সর্বৈরুক্তো নাসা-
এমবলোকয়ন্ পুনরাহ ।

যে কেচিৎ পুরুষা নিজাত্মনি চিদানন্দপ্রবোধাপ্তয়ে
যত্নেনাখিলবাসনাত্তবিধিং বাঞ্ছন্তি বাঞ্ছন্ত তে ।

বাঞ্ছামো বয়মাশু তৎফলকৃতে চিত্তে জরীজৃম্বতা-
মন্মাকন্ত নিরন্তরং হবিহরাধৈতাত্মিকা বাসনা ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর সকলেই সাধু সাধু এই বাক্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন ।
তখন সেই পণ্ডিতপ্রবর নাসাধ্ব অবলোকন পূর্বক কহিলেন ।

যে কোনও পুরুষ আপনার আত্মার চিদানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত
অখিল বাসনা দ্বারা নিহত বিধির যত্ন পূর্বক বাসনা করে ককক্, আমরা
কিন্তু শীঘ্রই সেই ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত এই বাসনা করি যে আমাদের
অন্তঃকরণে সর্বদাই হরিহরাধৈতাত্মিক বাসনা সুপ্রকাশিত হউক ॥ ৮৯ ॥
ইতি শ্রীবেণীমাধব ভায়রত্ন কৃত জলনৈর্মল্য নামক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

বিজ্ঞাপন।



এই বিদ্যোদতরঙ্গিনী বাস্তবিকই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বিশুদ্ধ বিপুল আমোদ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে সর্বদর্শন বিচার প্রসঙ্গে, মীমাংসা বেদান্ত ও ত্রায়াদি দর্শন শাস্ত্রের মত বৈষ্ণব ও শৈবাদি উপাসকগণের মত প্রকাশিত আছে। বিশেষতঃ নৈয়ায়িকের সহিত নাস্তিকের বিচারে নিগূঢ় ঙ্গত্ব ধর্মতত্ত্ব সাধারণের সহজে বোধগম্য হয় ও ধার্মিকগণের প্রমোদ সাগর উখলিয়া উঠে। ইহাতে বিধর্মী ও নাস্তিকের মতখণ্ডন ও সনাতন ধর্মের মত সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি সঙ্কলন সম্বন্ধে কথিত আছে ;—পূর্বে বিক্রমসেন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি কোনও সময়ে বৈরাগ্যরূপ, আলঙ্কারিক ও দার্শনিকাদি পণ্ডিত, এবং বৈদ্য ও ভিন্ন ভিন্ন উপাসক ও নাস্তিকাদি সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। পণ্ডিতগণ সকলেই তাহার সভায় উপস্থিত হইয়া বিচার করিয়া ছিলেন।

প্রায় ষাট বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের সর্গীয় রাজ্য কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের মহোদয় নিজকৃত একটি ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে যেহেতু চিরঞ্জীবের নিবাস ভূমি গোড়দেশ।

কলিকাতা।

১৮১৫ শকাব্দা।

}

শ্রীবেণীমাধব শর্মা।

সুতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ।
একশত শাস্ত্র গ্রন্থ একত্রে মূল ও অনুবাদ ।

শাস্ত্র-শতক ।

যেন, উপনিষদ, বেদান্ত, দর্শন, তত্ত্ব, পুরাণ, গীতাশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি এক শত শাস্ত্রের মূল ও অনুবাদ । এরূপ উচ্চ ধরনের ও মঙ্গল হিন্দুশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী এই প্রথম প্রকাশিত হইল আমরা বিস্তারিত না লিখি। কেবল পুস্তকগুলির নাম মাত্র এখানে উল্লেখ করিতেছি ।

গ্রন্থগুলির নাম ।

সিদ্ধান্ত বিম্বনার, নিরাজনাটক, চরিত্রপঞ্চক, আত্মপূজা, কোপীন্দ্র পঞ্চক, মোহমুগ্ধার, জীবমুক্তগীতা, রামগীতা, উত্তরগীতা, আত্মজ্ঞান-নির্ণয়, জ্ঞানমঞ্জলিনী তত্ত্ব, আত্মবটক, হস্তামূলক, অদ্বৈতাত্মভূক্তি, ব্রহ্ম-নাশাবলী, ঘটচক্রভেদ, শঙ্করাচার্য্যীয় ভাগবতম, অগ্নিবোধ, নিকায় ঘট-কম্ অপরোক্ষাত্মভূক্তি মণিরত্নমালা, যোগাধার, যোগনিধি, যোগিনী চর্যা, ব্রহ্মসংহিতা, গম-সংহিতা, অবধূত-গীতা, পরাশর-গীতা বজ্রগীতা, ওঁকার লক্ষণকথন, পিতৃপুত্র স্তোত্র, মন্ত্রগীতা, হংসগীতা, কলতত্ত্ব, অমলকবট, যোগবাশিষ্ঠসার, যোগলীজম, শুক্লার্ককম্, অম্লপূর্ণ দশকম্, যোগভারাবলী, গীতাদারঃ, পরমার্থদারঃ, পরমেশ্বর স্তোত্রঃ, কান্তোত্রঃ শিবস্তোত্রঃ, ভূগান্তোত্রঃ স্তবপঞ্চক, পাণ্ডকা পঞ্চক, বৃক্ষস্তোত্রম্, আধ্যাত্মিক পঞ্চ-মকাবে সঞ্চয়ঃ, কালিকোপনিষৎ, দ্বাদশ-কর স্তোত্রম্, কেবলোৎসবঃ, আত্মজ্ঞানলক্ষণ শিবোক্তিঃ, আচার্য্যোপদেশঃ সঞ্চয়-পঞ্চকঃ, অধ্বৈক্ষীয় নিরালম্বে পনিষৎ, সারতত্ত্বোপদেশ, তত্ত্ব-বিশুদ্ধি, গীতাহার সংগ্রহোপদেশঃ, উপদেশসাবঃ, কলিরহস্তম্, পিতৃ-গীতা, পুণিবীর্গীতা, প্রণব মহাভাষ্যঃ, দেদান্ত সাংখ্য সিদ্ধান্ত অক্ষজ্ঞান কথন, জীমলীভানারঃ ধর্ম্মদারঃ, যুগধর্ম্ম কথনঃ, ওঁকার ধ্যান গায়ত্রী মলাচার মহাভাষ্যঃ, জীমলীভানারঃ গীতা, গুরুত্ব লক্ষণঃ, অসমুত লক্ষণঃ, বিজ্ঞান নৌকা, বিষ্ণুতত্ত্ব শিবতৈত্ত স্তোত্রম্, কাশিমুক্তঃ পঞ্চকম্বজধ লক্ষণঃ, দেহতত্ত্ব বর্ণনঃ, কল তত্ত্বম্, আত্মনন্দ কথনঃ, তত্ত্বদারঃ, বিজ্ঞান বিবেকঃ, সারা দর্শনঃ, বকোবাধ্যঃ, স্বধর্ম্মাষ্ঠানঃ, হোম লক্ষণঃ, পণ্ডিত লক্ষণঃ, সমবুদ্ধি লক্ষণঃ, অবতার অবতারণা, সৎকীর ইন্দ্রিয় কাষ্যম্, ব্রহ্মজ্ঞানী লক্ষণঃ, ভগবৎকৃত লক্ষণঃ ।

মূল্য ৬।০ আপাততঃ প্রচারের জন্য সিকি মূল্য ১।।/০
বিক্রয় হইতেছে ।

ঐউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

ব নং হরিশ্চন্দ্র বাসুর বেন,—নতন কলিকাতা প্রেস ডিপার্টমেন্ট ।

